ভগবৎ-দর্শন

৪১ বর্ষ ▪ ৭ম সংখ্যা ▪ পদ্মনাভ ৫৩১ ▪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

কেন তাঁদের অদ্ভুত লাগে?	৪
বামনদেবের লীলা কাহিনী	৮
দুর্গাদেবীকে কেমনভাবে সন্তুষ্ট করা যাবে	১২
হরিদাস ঠাকুরের তিরোধান	১৩
দুর্গাদেবী কৃষ্ণনাম করেন	১৭
নাচাও নাচাও প্রভু, নাচাও সে মতে!	২৪
ধর্ম নেই?	২৭

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৩
ভক্তি কবিতা (জীবের স্বাতন্ত্র্য)	১১
ছোটদের আসর	২৩
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	৩০
ইসকন সমাচার	৩১

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে)
আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **প্রুফ সংশোধক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রবন্ধক** এম সিং ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** সুশান্ত কুমার রায় ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **শ্রী অমল পুরাণ দাস ব্রহ্মচারী** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোনঃ (০৩৩) ২২৮৯-৬২৪৭,২২৮৯-৬৪৪৬, মোবাইলঃ ৮৬২১০০৭৮১৩,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (**বুক পোষ্ট**) ১ বছরের জন্য - ২০০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা, ৩ বছরের জন্য - ৫৭০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (**রেজিষ্ট্রি পোষ্ট**) ১ বছরের জন্য (প্রতি মাসে) - ৪৩০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (**কুরিয়ার সার্ভিস**) ১ বছরের জন্য - ৩৮০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৬০০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার পাঠক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - ইউ টি আই বি ০০০০০০৫
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা পাঠক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক পাঠক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৭ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবান কি হিংসা সমর্থন করেন?

ধর্মের নামে হত্যা আজ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মের নামে নিরীহ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের নৃশংস হত্যা, তাদের মুন্ডচ্ছেদের দৃশ্য শুধুমাত্র ভয়ানকই নয়, এগুলি ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, কেন আমরা একটি ভগবানহীন পৃথিবী পেতে পারি না যাতে ভগবানের নামে কোন হত্যা না হয়? কিন্তু ভগবানকে নস্যাৎ করার আগে আমাদের ভাবা উচিত ভগবান কি হিংসা সমর্থন করেন? ভগবান কি আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই হত্যাকারীরা তাঁকে প্রাপ্ত হবেন?

এই পৃথিবীর স্বীকৃত ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি বলে যে, পরমেশ্বর ভগবানই আমাদের প্রকৃত পিতা। উদাহরণ স্বরূপ ভগবদ্গীতায় (১৪.৪) কৃষ্ণ বলেছেন, অহম্ বীজপ্রদ পিতা — আমিই হলাম বীজ প্রদানকারী পিতা। যদি তাই হয় তাহলে কিভাবে একজন পিতা তাঁর সন্তানদের হাতে অন্য সন্তানদের হত্যা অনুমোদন করবেন? ভগবদ্গীতা (৫.১৮) আরও বলে যে, ভগবানের ভক্তরা সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখবে।

আমরা যখন ভগবানের মহান পার্ষদদের জীবনী পড়ি তখন আমরা দেখি যে, তারা কখনো হিংসার আশ্রয় নেননি, বরং মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করার জন্য প্রেম নামক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর জগাই-মাধাই এর মতো পাষন্ডদের হৃদয় ভগবত প্রেমে পূর্ণ করে তাদের পরিবর্তিত করেছেন। শাস্ত্রে নৃশংস শিকারী মৃগারির গল্প রয়েছে, যে জীবজন্তুকে অর্ধমৃত করে তাদের কষ্ট পেয়ে মরতে দেখে আনন্দ উপভোগ করত। নারদমুনি তাঁর হৃদয়কে পরিবর্তিত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে মৃগারি এত সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল যে, একটি পিপীলিকার অনিষ্ট করার চিন্তায় ভয়ে কেঁপে উঠত।

ভগবানের একজন প্রকৃত ভক্ত স্বপ্নেও অন্যের অনিষ্ট করার কথা ভাবতে পারেন না। তিনি হলেন পর দুঃখে দুঃখী অর্থাৎ অন্যদের ব্যথা দেখে তিনিও বেদনার্ত হন। তিনি কখনো অন্যকে ব্যথা দিতে পারেন না। যেমন আজকাল কিছু বিপথগামী পুরুষ ও মহিলা ভগবানের নামে এইরূপ করছেন। পরিবর্তে তিনি এমনকি অন্যের পাপের ফলও ভোগ করতে সম্মত থাকেন। বাসুদেব দত্ত ছিলেন একজন মহান ঋষিতুল্য ব্যক্তি; যিনি সমগ্র জগতের মানুষের হয়ে তাদের কর্মফল ভোগ করতে সম্মত হয়েছিলেন। 'আমি তাদের পাপ গ্রহণ করব এবং তাদের হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করব কিন্তু দয়া করে ওদের এই ভবরোগ থেকে মুক্ত কর'। তিনি ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন (চৈ.চ. ২।১৫।১৬০-১৬৩) এই হলো একজন ভক্তের প্রকৃত চরিত্র।

যারা হিংসার প্রচার এবং প্রসার করেন তারা কখনই ভগবানের দূত হতে পারেন না। ভগবানকে যিনি প্রকৃত ভালবাসেন তিনি কখনো অন্যকে হত্যা করার জন্য আত্মঘাতী বোম জ্যাকেট পরিধান করতে পারেন না। পরিবর্তে অন্যকে জীবন দান করার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন। তিনি কখনো ধ্বংসের অস্ত্র তার হাতে বহন করেন না। পরিবর্তে তার হাতে জপমালা থাকে যা দিয়ে তিনি অন্যকে পবিত্র নাম জপে উৎসাহিত করতে থাকেন। তিনি কখনো এমন কথা বলেন না যাতে মানুষের হৃদয় ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। পরিবর্তে তিনি প্রেমময় বাণী দান করেন যা মানুষের হৃদয়ে আনন্দ বহন করে আনে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ এত আলোকময় যে, একজন পাষন্ডকেও মুনিতে পরিণত করে এবং একজন কুটিল মানুষকে দয়ালুতে রূপান্তরিত করে।

ভগবান মহান এবং মহান ভগবান কখনো হিংসা অনুমোদন করেন না। তিনি একজন প্রেমময় যত্নশীল পিতা এবং আমাদের সকলকে এক সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নীর মতো থাকার উপদেশ দেন। তিনি আমাদের হিংসা বিলুপ্ত করে শান্তিকে স্বাগত জানাতে বলেন এবং আমাদের হৃদয়কে প্রেম, করুণা এবং সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ করার উপদেশ দেন (গীতা ১৬.১-৩)।

প্রশ্ন ১। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে (মধ্যখন্ড ২৩।৭৭-৭৮) 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।' প্রভু বলে — 'কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।' নির্বন্ধ করে হরিনাম করা বলতে কি বোঝায়?

— দীনবন্ধু দাস, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর ঃ সাগ্রহে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রতিদিন বিশেষ সংখ্যা নির্ধারণ করে নিয়মিত জপমালাতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করাকে বলা হয় নির্বন্ধ করে হরিনাম জপ করা।

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য তথ্যে বলা হয়েছে 'নির্বন্ধ'— শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম গ্রহণকেই বোঝায়। জপমালাতে সংখ্যা রেখে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন— সাধুসঙ্গ, সুনির্জন, নিজদৃঢ়ভাব। এই তিন বলে লভি মহিমা স্বভাব।।

যিনি নাম সাধনে ফল লাভ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁর তিনটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা দরকার। তা হলো— (১) সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণভক্তি উন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে হরিনাম করা। (২) সুনির্জন বা যে স্থানে হৈচৈ চীৎকার নেই এমন পরিবেশ। (৩) নিজ দৃঢ় ভাব বা হরিনাম করার প্রতি সুদৃঢ় মনোভাব। একেই নির্বন্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন ২। দুই জন ষাট বছরের বুড়ো শ্রীশ্রীরাধামাধব মন্দিরে এসে বিগ্রহ দর্শন করে বলতে লাগল — কৃষ্ণ তার মামীর সাথে প্রেম করেছে। এ ব্যাপারে জবাব কি?

উত্তর ঃ সোনালী মেঘ দেখে গরুগুলো ভয়ে লাফাতে লাগল, কেন না তারা ভাবতে লাগল এই বুঝি আগুন ধরেছে। কারণটা কি? কারণ হলো তারা ঘরপোড়া গরু। ঘরে আগুন লাগার অভিজ্ঞতা তাদের আছে আগের থেকেই। তেমনি, ষাঠিয়া বুড়োদের কত জনার সাথে কামুকতা করার অভিজ্ঞতা আছে। তাই তারা মন্দিরে এসেও সেইরকম কিছু মনে করতেই পারে। কৃষ্ণ তাদের বোবা করে রাখেননি, তাই তারা যা খুশি তাই বলছে।

শ্রীভগবান সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ব্যক্তি ভগবদ্গীতা পড়ে। কিন্তু কেউ কেউ জানতে উৎসুক নয়, কেবল অভক্ত তামসিক লোকের মুখ থেকে ভগবানের ক্রিয়াকলাপ শুনেই অনেক জানা হয়ে গেল মনে করে। বরং না জানলে ভালো ছিল, কিন্তু জানতে জানতে এমন জানোয়ার হলো যে, তাকে তা ভুলানোও মুশকিল।

মানুষ এই জগতে তিন গুণের অধিকারী — সত্ত্ব, রজো ও তমো। শ্রীকৃষ্ণ এই তিন গুণের কোনটাই নন। মানুষ যখন গুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় সত্ত্বশুদ্ধ স্তরে উন্নীত হয়, তখন সে শ্রীভগবানকে কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

শ্রীভগবান বলছেন, আমার জন্ম, আমার ক্রিয়াকলাপ এই অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ডের কারও মতো নয়, তা অপ্রাকৃত। তত্ত্বগতভাবে যে বুঝবে, সে আমার কাছে আসবে, তাকে এই জন্ম-মৃত্যুর যাতনা চক্রে আবর্তিত হতে হবে না। (গীতা ৪।৯) আমি যখন পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে আসি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে এবং আমার পরমভাব সম্বন্ধে অবগত নয়। (গীতা ৯।১১) ব্রহ্মা, শিব থেকে শুরু করে সমস্ত দেবদেবী, মুনিঋষিদের আমি আরাধ্য প্রভু, সেটাও যে তত্ত্বত না বুঝে, সে এই ভবসাগরে পতিতই থাকবে। (গীতা ৯।২৩)

রূপানুগীয় বৈষ্ণবেরা মোটামুটি এই তত্ত্ব অনুশীলন করেছেন যে, শ্রীমতী রাধারানী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী। অন্য কেউ নন। কিন্তু মায়াপহৃতজ্ঞান জটিল কুটিল লোক শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার অন্য সম্পর্ক বলে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি এই ব্রহ্মান্ড জগতের বিচারের ঊর্ধ্বের বিষয় এবং বৈকুণ্ঠ জগতের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম বিষয়। তাই এই জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। (গীতা ১৫।১৮)

যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা অশ্রুপূর্ণ নয়নে, করজোড়ে, বিনীতভাবে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে করতে বলেন, হে প্রভু, আমি আপনার দিব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমাকে ক্ষমা করো; আর সেখানে জড়বদ্ধ মূর্খ নারকী জীবের মন্তব্যের কিইবা মূল্য থাকতে পারে?

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আপনি কি নিয়মিত রূপে ভগবৎ-দর্শন এবং সংকীর্তন সমাচার পত্রিকা পাচ্ছেন না?

ভগবৎ-দর্শন পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446 / 9073791237

ই-মেল ঃ **btgbengali@gmail.com**

কেন তাঁদের অদ্ভুত লাগে?

*নিউইয়র্কে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে
শ্রীল প্রভুপাদ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে বাক্যালাপ*

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

সাংবাদিক ঃ স্বামীজি, যারা আপনার আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু জানে না অথচ জানতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বিশেষ বাণী কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই আন্দোলনকে বুঝতে পারা একটু কঠিন, কারণ এটি একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ প্রকৃতপক্ষে জানে না আত্মা কি এবং একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনই বা কি। তারা শুধুমাত্র বোঝে যে, দেহটি এখানে রয়েছে — কিন্তু দেহ হলো একটি যন্ত্র, এবং এই যন্ত্রের চালক হলো আত্মা। সুতরাং আমরা আমাদের আন্দোলনকে সেই স্তর থেকে শুরু করছি। মানুষ এই মেশিনের মধ্যেই বুঁদ হয়ে আছে কিন্তু তাদের কাছে কোন তথ্য নেই যে, কে এই যন্ত্রটিকে চালাচ্ছে। সেই শিক্ষাই আমরা দিচ্ছি।

সাংবাদিক ঃ স্বামীজি, আপনার আন্দোলন এত দৃষ্টি আকর্ষণ এই কারণেই করেছে কারণ আপনার অধিকাংশ অনুগামীই এমন পোশাক পরেন যা পাশ্চাত্যের জন্য খুবই আশ্চর্যজনক। কেন আপনি আপনার অনুগামীদের এই রকম পোশাক পরতে বলেন এবং রাস্তায় তাদের মৃদঙ্গ বাজাতে বলেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই হলো আমাদের প্রচারের ধরণ — যেভাবেই হোক না কেন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্বন্ধকে পুনর্জাগরিত করার সুযোগ পায়।

সাংবাদিক ঃ আমি নিশ্চিত যে, আপনি খুব ভালভাবেই জানেন পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষের কাছে আপনার শিষ্যরা যেভাবে রাস্তায় বিভিন্ন কার্য করে তা বড় অদ্ভুত লাগে। এই বিষয়ে আপনি কি কিছু বলবেন?

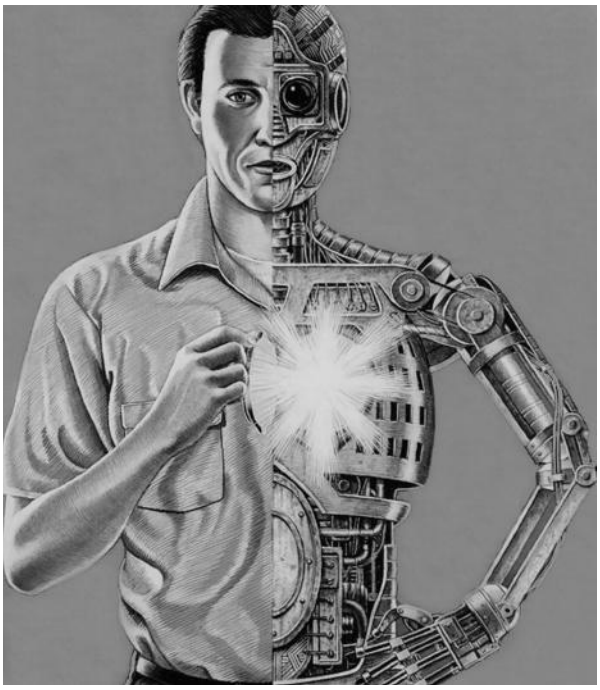

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, তাদের খুবই অদ্ভুত লাগে, কারণ তারা আধ্যাত্মিক কার্য করছে। জড়জাগতিক মানুষের কাছে আমাদের কাজ অবশ্যই অদ্ভুত লাগবে।

সাংবাদিক ঃ আধ্যাত্মিক হবার জন্য এইভাবে প্রকাশিত হওয়ার কি একমাত্র পথ?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, এখানে আরও অনেক কিছু আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কোন অবৈধ সঙ্গ করি না, আমরা মাংস ভক্ষণ করি না, আমরা নেশা করি না, আমরা জুয়া খেলি না।

সাংবাদিক ঃ কিন্তু আমি বলতে চাইছি, স্বামীজি, এই প্রকাশ—এইভাবে পোশাক পরা, মৃদঙ্গ বাজানো এবং রাস্তায় নৃত্য করাই কি আধ্যাত্মিক হওয়ার একমাত্র পথ?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, আমরা সত্তরটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি (বৈদিক শাস্ত্রের উপর শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ এবং ভাষ্য)। যদি আপনি এই আন্দোলন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক উপায়ে জানতে চান, আপনি আমাদের বই পাবেন। আপনি কি আমাদের বই দেখেন নি?

সাংবাদিক ঃ হ্যাঁ, আমি দেখেছি, কিন্তু এইরূপ পোশাক পরে এবং রাস্তায় নৃত্য করা ছাড়া কি মানুষ আধ্যাত্মিক হতে পারে না?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ওহ নিশ্চয়ই! ওহ নিশ্চয়ই! আপনি এখন যে পোশাক পরে আছেন সেই পোশাকেও আপনি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারেন। আপনাকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবন

আমরা কোন অবৈধ সঙ্গ করি না, আমরা মাংস ভক্ষণ করি না, আমরা নেশা করি না, আমরা জুয়া খেলি না।

সম্বন্ধে বই পড়তে হবে। পোশাক খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পৃথিবীতে একেক জন মানুষ একেক ধরনের পোশাক পরেন।

সাংবাদিক ঃ যেভাবে আমরা সাধারণ মানুষেরা পোশাক পরি আমরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারি। কিন্তু যেভাবে আপনার অনুগামীরা পোশাক পরেন!!!

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বক্তব্য হচ্ছে কোন বিশেষ কাজ করার জন্য সেটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেউ পৃথক পোশাক পরতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ একজন পুলিশ পৃথকভাবে একরকম পোশাক পরে যাতে করে অন্যরা বুঝতে পারে তিনি একজন পুলিশ। অনুরূপভাবে আমরা পৃথক পোশাক পরি যাতে প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে, আমরা হরেকৃষ্ণ ভক্ত।

দ্বিতীয় সাংবাদিক ঃ স্বামীজি, আপনার আন্দোলন সম্বন্ধে দুরদর্শনে আমি একবার একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম এবং তারা বলল যে, পুরুষেরা নির্দেশ দেন এবং মহিলারা তা পালন করেন। এটি কি সত্য?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, সবসময় নয়। আমরা ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করি। সেটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় সাংবাদিক ঃ পুরুষদের কি মহিলাদের থেকে উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, স্বাভাবিক ভাবেই। প্রকৃতপক্ষে একজন মহিলার সুরক্ষা একজন পুরুষ করেন — শৈশবে তিনি তার পিতা দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন, পরবর্তীকালে তিনি তার পতি

দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন এবং বার্ধক্যে তিনি তার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন। এটিই স্বাভাবিক।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অবশ্যই। এবং আমি আপনাকেও তা দিতে পারি যদি আপনি চান। পরম সত্য হলো ভগবান আপনার, আমার মতোই একজন ব্যক্তি। এখন এই ব্যক্তি এবং আমাদের সকলের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো; তিনি আমাদের সকলকে পালন করেন এবং আমরা তাঁর দ্বারা পালিত হই। কিন্তু তিনি আপনার, আমার মতোই একজন ব্যক্তি। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

তৃতীয় সাংবাদিক ঃ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং আমার শিষ্যরা ইতিমধ্যেই এই পরম সত্য উপলব্ধি করেছেন। তা না হলে তারা কেন আমার মতো একজন শিক্ষককে অনুসরণ করবেন? আমি একজন দরিদ্র ভারতীয়, কেন তারা আমাকে অনুসরণ করবেন? তারা আমেরিকার অধিবাসী, তারা ধনী, সুতরাং আমি তাদের উৎকোচ কিভাবে দেবো? এই যুব সম্প্রদায় শিক্ষিত গুণী।

দ্বিতীয় সাংবাদিক ঃ এই ধারণা আমেরিকার বর্তমান মানুষদের ধারণার পরিপন্থী। আপনি কি তা জানেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমেরিকায় হয়তো। কিন্তু এটিই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। মহিলাদের সুরক্ষার প্রয়োজন।

তৃতীয় সাংবাদিক ঃ স্বামীজি, আপনার অনুগামীরা কি পরম সত্য জানার সুযোগ পাবেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

তৃতীয় সাংবাদিক ঃ তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন?

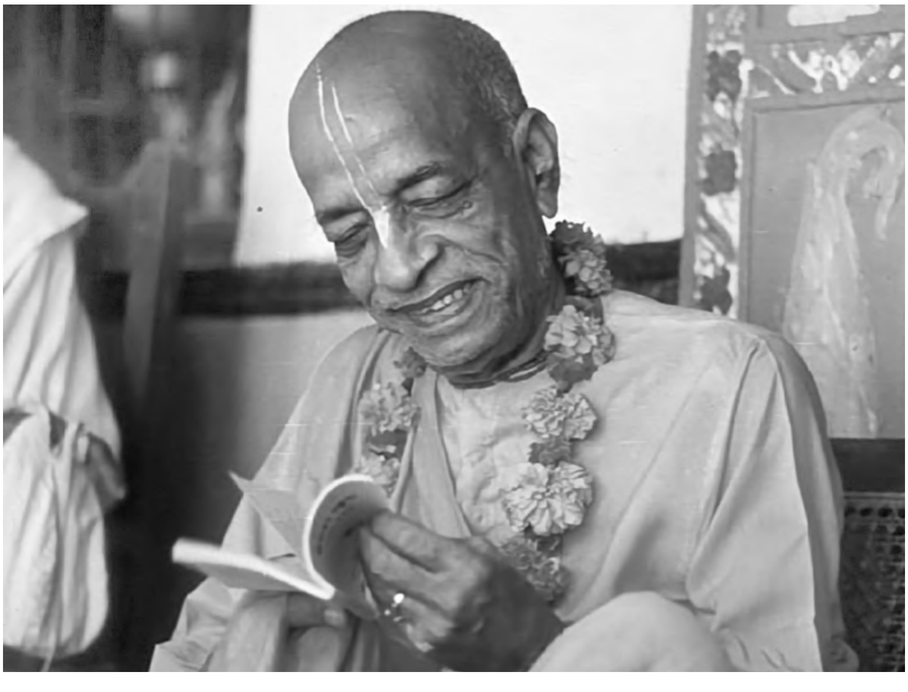

কেন তারা আমাকে অনুসরণ করবে, যতক্ষণ না তারা উজ্জ্বলতর জ্ঞান উপলব্ধি করছে।

চতুর্থ সাংবাদিক ঃ স্বামীজি, আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে। আমার মনে হয় এবং আমি ভাবি, অন্যান্য সহানুভুতিশীল পরিদর্শকরাও ভাবেন যে, আপনি আপনার আধ্যাত্মিক সন্তানদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গভীরে প্রবেশ করে সেই লক্ষ্যটি পেতে বলেন, যেটি আপনি তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। যতদূর আমি জানি, উদাহরণ স্বরূপ, তারা কোন হাসপাতালে কাজ করে না, বহির্বিশ্বের কাছে কোন সেবা প্রদান করে না, তারা শুধু মন্দিরে ভোগ নিবেদন করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচার করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমার অনেক শিষ্যই অবশ্য সাধারণ পেশায় কাজ করে। কিন্তু আপনি কি জানেন প্রকৃত সেবা বলতে কি বোঝায়?

চতুর্থ সাংবাদিক ঃ উত্তর আপনি দেবেন, আমি নই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মনে করুন, আপনি একটি হাসপাতাল খুলেছেন। কিছু সময়ের জন্য কোন রোগ সারাতে পারেন, কিন্তু আপনি কি কোন রোগীকে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, সে কখনো মারা যাবে না? আপনার বড় বড় হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও আপনি কি মানব জাতিকে মৃত্যু থেকে, জন্ম থেকে, জরা থেকে এবং ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারেন? আপনি পারেন কি?

চতুর্থ সাংবাদিক ঃ দৈহিকভাবে অবশ্যই নয়। শুধু আধ্যাত্মিকভাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং আমরা তা দিচ্ছি। সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ভগবানের রাজ্যে ফিরে যেতে পারে, যেখানে কোন জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি নেই।

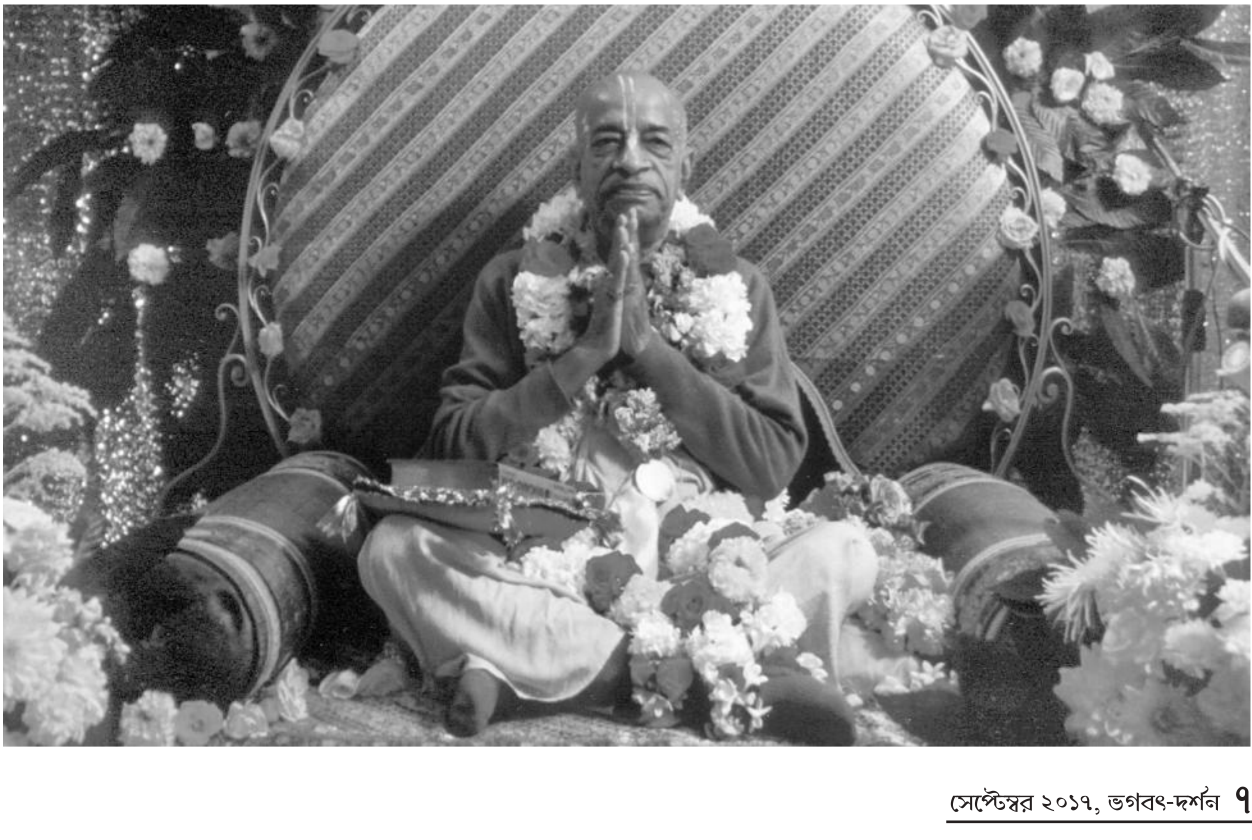

বামনদেবের লীলা কাহিনী

শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ

ভগবান আমাদের কোন কিছু গ্রহণ অথবা দান করেন দুটি ক্ষেত্রেই ভগবানের করুণা প্রদর্শন।

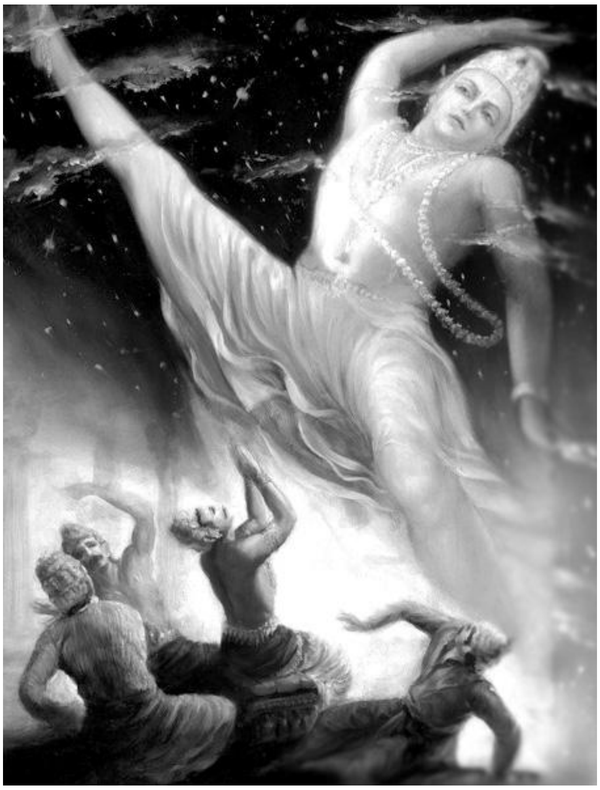

ভক্তদের সাহায্য করার জন্য ভগবান বিভিন্ন অবতারে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলি মহারাজও একজন ভক্ত ছিলেন এবং যদিও তিনি দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তথাপি বামনদেব তাকে কৃপা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

প্রত্যেক ভক্তের নিজস্ব ভাবের সঙ্গে ভগবান আদান প্রদান করেন। বলি মহারাজ দাতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই সব ব্রাহ্মণদের সাহায্যে সম্পদ লাভ করেছিলেন যাদের তিনি প্রচুর দান করতেন। সেই জন্য ভগবান বিষ্ণু বলি মহারাজের সেবা গ্রহণের জন্য একজন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু দান ভিক্ষা করেছিলেন। যেহেতু বলি মহারাজ ব্রাহ্মণদের দান করতে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বামনদেব যা চেয়েছিলেন সব দিতে রাজী হয়েছিলেন। বামনদেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ করবেন। বলি মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমি ভেবেছিলাম তুমি অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন। তুমি একটি সম্পূর্ণ গ্রহ চাইতে পারতে। কেন তুমি আমার কাছে সামান্য ত্রিপাদ ভূমি চাইছ? বামনদেব উত্তরে বললেন যে, যদি আমি ত্রিপাদ ভূমিতে সন্তুষ্ট না হই তাহলে আমি সম্পূর্ণ গ্রহেও সন্তুষ্ট হব না।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের জন্য বিশেষতঃ ব্রহ্মচারীদের জন্য এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন; তোমার প্রয়োজন হলো ক্ষুদ্র সেবা, স্বল্প প্রসাদ এবং রাত্রে শয়নের জন্য অল্প স্থান।

ত্রিপাদ ভূমি এবং স্বল্প প্রসাদ ও সেবা। বামনদেব স্বয়ং ব্রহ্মচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য তিনি এই উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

বলি মহারাজ ত্রিপাদ ভূমি দিতে স্বীকৃত হওয়ার পর বামনদেব নিজেকে এক বিশালকায় রূপে বিস্তার করলেন। এক পাদে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করলেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ছিদ্র করল; ফলস্বরূপ কারণ সাগরের চিন্ময় বারি সেই ছিদ্র দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করল এবং সেই চিন্ময় বারি গঙ্গানদীতে পরিণত হলো। অতঃপর দ্বিতীয় পাদে পাতালকে আবৃত করলেন। অতএব দুই পাদে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করেছিলেন। তাঁর এই কার্যের ফলে বলি মহারাজ তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে অসমর্থ হয়ে পড়লেন এবং এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হতো। বলি মহারাজ এই সমস্যার অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান খুঁজে বার করলেন এবং ভগবানকে বললেন যে, 'আপনি আপনার চরণ আমার মস্তকে স্থাপন করুন এবং এইরূপে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব।'

শ্রীল প্রভুপাদ উক্তি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের এক জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, তিনি ভারতে

সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি হবেন। প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যবসায় অত্যন্ত সফল ছিলেন। কোলকাতায় ডঃ বোসের রাসায়নিক গবেষণাগারের প্রবন্ধক হিসাবে এবং পরে তাঁর নিজের ব্যবসার মালিক হিসাবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যবসায় ধীরে ধীরে লোকসান হতে থাকে এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি পরলেন (যস্যাহম্ অনুগ্রহণম্) যেখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে, কোন ভক্তের প্রতি তাঁর বিশেষ করুণার প্রথম ভাগে তিনি তার সকল সম্পদ হরণ করেন যাতে সেই ভক্ত উপায়ান্তর না দেখে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট শরণাগত হয়। যদি সেই ভক্ত পুনরায় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে ভগবান তাও হরণ করেন যতক্ষণ না পর্যন্ত জড় জাগতিক সম্পদ উপভোগের নিষ্ফল চেষ্টা সেই ভক্ত ত্যাগ করে। এখন কেউ ভগবানের এই বিশেষ করুণার কথা শুনে ভীত হতে পারে যে, যদি আমি ভক্ত হই তাহলে আমাকে আমার সমস্ত সম্পদ হারাতে হবে সুতরাং আমার ভক্ত না হওয়াই ভাল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদা ভক্তের সম্পদ হরণ করেন না; কখনো কখনো ভগবান ভক্তকে অধিক সম্পদ দানও করেন। এটি নির্ভর করে একজন বিশেষ ভক্তের বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনটি সর্বোত্তম তার ওপর। সুতরাং ভগবানের প্রতি আমাদের এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আমাদের পক্ষে যা সর্বোত্তম তাই তিনি করবেন।

আমি বম্বেতে এমন বহু ঘটনা দেখেছি যেখানে ভক্তেরা ভগবানের কৃপায় অসীম সম্পদের অধিকারী হয়েছে। বম্বেতে ডঃ নরেন্দ্র দেশাই নামে একজন ভক্ত ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে নাথজী দাস নামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ডঃ দেশাই এর পিতা একজন চতুর ব্যবসায়ী এবং সংসদ সদস্য ছিলেন। হঠাৎ তার মৃত্যু হলে ডঃ দেশাই অত্যন্ত যুবা বয়সে পারিবারিক ব্যবসার সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আমি সেই সময় বম্বের বহু সম্পদশালী লোকের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। এবং তাদের কাছে ডঃ দেশাই সম্বন্ধে শুনতাম যে, তিনি ব্যক্তি হিসাবে ভাল কিন্তু তার পিতার ন্যায় সুচতুর নন। তাই ব্যবসাতে তিনি ভাল নাও করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডঃ দেশাই এই ব্যবসাকে অনেক গুণে বর্ধিত করলেন। তার বাবার সময় ব্যবসাটি বিশাল তো ছিলই, তিনি সেই ব্যবসাকে আরও অনেক গুণে বাড়িয়ে তুললেন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদা ভক্তের সম্পদ হরণ করেন না; কখনো কখনো ভগবান ভক্তকে অধিক সম্পদ দানও করেন।

আধ্যাত্মিক অভ্যাসের প্রতিও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন এবং গৃহে মঙ্গল আরতি করতেন এবং তারপর জপ করতেন। বম্বের একটি সুন্দর জায়গাতে তিনি বসবাস করতেন। সেই স্থানে একটি উদ্যানকে ঘিরে আরও পাঁচটি বাড়ী ছিল। উদ্যানকে কেন্দ্র করা ঐ পাঁচটি বাড়ীর সামনে দিয়ে একটি রাস্তা ছিল। প্রাতঃকালে সেই বাগানে তিনি পায়চারী করতে করতে জপ করতেন। অনেক নতুন কোম্পানী তিনি খুলেছিলেন, নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আরও ধনী হয়েছিলেন।

সুতরাং কখনো কখনো ভক্তকে অধিক সম্পদ দিয়ে কৃষ্ণ উৎসাহিত করেন। কিন্তু যদি সেই সম্পদের দ্বারা ভক্তটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তা হলে কৃষ্ণ তার কাছ থেকে সেটি হরণ করে নেন যাতে সে মিথ্যা সম্মান থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণের দাস রূপে তার প্রকৃত পরিচয়ে ফিরে আসে। যা কিছু কৃষ্ণ করেন সমস্তই ভক্তদের ভালোর জন্য। তাই ভগবান হলেন সত্যিকারের পিতা। পিতা তা-ই করেন যা তাঁর সন্তানের জন্য সর্বোত্তম। কখনো তিনি তিক্ত ঔষধ দেন, কখনো তাকে মিষ্টান্ন দেন। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি সন্তানের উপকারের জন্যই করেন। কখনো তিনি সন্তানকে আদর করে কোলে

তুলে চুম্বন করেন, আবার কখনো তাকে শাস্তিও দেন। কিন্তু যা কিছু তিনি করেন সমস্তই সন্তানের ভালোর জন্যই করেন। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবান হলেন পরম পিতা যিনি তাঁর ভক্তের উপকারের জন্যই সব করেন। তিনি ভক্তকে সম্পদ দেন অথবা ভক্তের সম্পদ হরণ করেন—দুই ক্ষেত্রেই তিনি সমান ও সুন্দর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

একজন ভক্ত ভগবানের এই ভাব সমভাবে গ্রহণ করে, তিনি ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে শরণাগত যে, ভগবান যা করবেন তা তার ভালোর জন্যই করবেন। তাই পৃথু মহারাজ প্রার্থনা করেছেন ঃ

হে প্রভু, আপনার মায়াশক্তির জন্য এই জগতের সকল জীবাত্মা তাদের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হয়েছে এবং এই অজ্ঞতার জন্যই তারা সর্বদা সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা রূপে জাগতিক সুখের অভিলাষী হয়েছে। সেইজন্য দয়া করে আমাকে আপনার কাছ থেকে কোন জাগতিক সম্পদ গ্রহণ করতে আজ্ঞা করবেন না। কিন্তু যেমন একজন পিতা পুত্রের চাহিদার অপেক্ষা না করেই তার ভালোর জন্য সবকিছু করেন, দয়া করে আমাকেও সেই সমস্ত দিন যা আপনি আমার জন্য সর্বোত্তম বলে চিন্তা করেছেন। (ভা. ৪.২০.৩১)

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, তাঁর ক্ষেত্রে কৃষ্ণ প্রথমে তাঁর ব্যবসার লোকসান রূপে সমস্ত কিছু হরণ করে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং পরিশেষে তাঁকে সমস্ত কিছু দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

এই নীতিটি যেমন একজন ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রযোজ্য তেমনই একটি সমাজের জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রযোজ্য। শ্রীল প্রভুপাদ এই সাবধানবাণী করেছিলেন যেভাবে আধুনিক সভ্যতা জাগতিক সম্পদ আহরণের জন্য উন্মাদ এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিস্পৃহ— প্রকৃত উদ্দেশ্য যেখানে হওয়া উচিত কৃষ্ণদাস রূপে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ আধুনিক যুগের এই বিভ্রান্ত আত্মাদের উপকারের জন্য তাদের সকল সম্পদ হরণ করতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই যোগী ও ইঁদুরের গল্পটি বলতেন একদা একটি ইঁদুর এক যোগীকে বলেছিল, 'আমি বিড়ালের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছি।' সুতরাং যোগী বললেন, 'তুমি কি চাও?' ইঁদুরটি উত্তর দিল, 'আমি বিড়াল হতে চাই।' 'ঠিক আছে', যোগী বললেন। তিনি ইঁদুরের ইচ্ছা পূরণ করলেন। 'এখন তুমি বিড়াল হলে'! কিছুদিন পরে বিড়ালটি যোগীর কাছে এসে বলল, 'আমি কুকুর দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছি।' যোগী বললেন, 'তুমি কি চাও?' বিড়ালটি উত্তর দিল, 'আমি কুকুর হতে চাই।' 'ঠিক আছে তাই হও।' কিছুদিন পর কুকুরটি যোগীর কাছে এসে বলল, 'আমি সিংহের ভয়ে ভীত।' 'সুতরাং তুমি সিংহ হতে চাও? ঠিক আছে তাই হও।' কিন্তু যেই কুকুরটি সিংহে পরিণত হলো সে এমনভাবে যোগীর দিকে তাকালো যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে খেয়ে ফেলবে। যোগী তৎক্ষণাৎ বললেন, 'পুনর্মূষিকো ভব'। পুনরায় তুমি ইঁদুর হয়ে যাও।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন যে, ভগবৎ কৃপায় আধুনিক সভ্যতা আরও আরও বিশাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সম্পদের প্রাচুর্যে যদি মানুষ ভাবে যে, তারা ভগবানের পরিসমাপ্তি করে তাঁকে ব্যতিরেকেই এই সম্পদ উপভোগ করবে তাহলে ভগবানও বলতে পারেন, পুনর্মূষিকো ভব — তুমি পুনরায় ইঁদুর হয়ে যাও। কোন আকাশচুম্বী অট্টালিকা নয়, কোন চকচকে রাস্তা নয়, আর কোন বিশাল কম্পিউটার নয়। ক্ষেতে ফিরে যাও। জঙ্গলে ফিরে যাও।

তা হলে জীব মিতাকাঙ্ক্ষী হবে। তারা তাদের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠবে। কিন্তু আমাদের প্রচার এবং পুস্তক বিতরণের দ্বারাও মানুষ জেগে উঠে তাদের প্রকৃত পরিচয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ফিরে পেতে পারে, তাহলে তাদের আর এই কষ্ট পেতে হবে না।

যাই হোক, আমাদের মনোভাব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো হওয়া উচিত, যিনি প্রার্থনা করেছেন, 'মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।' যা কিছু আমার আছে 'আমার মন, আমার শরীর, আমার কথা, আমার পরিবার, আমার পারিবারিক সম্পদ' সমস্তই তোমার। জীবনে বা মরণে, সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে, তুমিই আমার প্রভু। আমি তোমারই সেবা করব, হে নন্দের নন্দন। এই আমাদের ভক্তিযোগের ভাব হওয়া উচিত।

শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য এবং ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি নিয়মিত রূপে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশাদারদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্গদর্শন প্রদান করেন।

জীবের স্বাতন্ত্র্য

স্বাতন্ত্র্যে বর্তমানেহপি জীবানাং ভদ্রকাঙ্ক্ষিণাম্।
শক্তয়োহনুগতাঃ শশ্বৎ কৃষ্ণেচ্ছায়াঃ স্বভাবতঃ।।

কৃষ্ণের দেওয়া স্বাতন্ত্র্য আপন সম্পত্তি মাত্র
কি করিবে, না করিবে,
করয়ে মনন।
হিতাকাঙ্ক্ষী জীবগণে কৃষ্ণ-ইচ্ছা মনে প্রাণে
ধরিয়া করয়ে তবে
জীবন যাপন।।

যে তু ভোগরতা মূঢ়াস্তে স্বশক্তিপরায়ণাঃ।
ভ্রমন্তি কর্ম-মার্গেষু প্রপঞ্চে দুর্নিবারিতে।।

হিতাহিত নাহি বুঝি কেবল ভোগেতে মজি
যত জীব প্রপঞ্চে
করে বিচরণ।
শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি যার নহে অনুরক্তি
বদ্ধ জীব রূপে তার
করমে ভ্রমণ।।

তত্রৈব কর্মমার্গেষু ভ্রমৎসু জন্তুষু প্রভুঃ।
পরমাত্মস্বরূপেণ বর্ততে লীলয়া স্বয়ং।।
এষা জীবেশয়োর্লীলা মায়য়া বর্ততেহধুনা।
একঃ কর্মফলং ভুঙক্তে চাপরঃ ফলদায়কঃ।।

কর্মমার্গে বদ্ধ জীবে শ্রীকৃষ্ণে পার্থিব ভাবে
পরমাত্মা জড়ভোগে
করয়ে প্রেরণ।
পরমার্থ ভুলি তারা সুখে-দুঃখে আত্মহারা
উৎকণ্ঠার ঘূর্ণিপাকে
আবর্তিত হন।।

কৃতজ্ঞতা-ভাবযুক্তা প্রার্থনা বর্ততে হরৌ।
সংসৃতেঃ পুষ্টিবাঞ্ছা বা বৈরাগ্যভাবনাযুতা।।
কদাচিৎ ভাববাহুল্যাদশ্রু বা বর্ততে দৃশোঃ।
তথাপি ন ভবেদ্ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণে চিদ্বিলাসিনি।।

সংসার উন্নতি লাগি কিবা সংসার বৈরাগী
ভুক্তিকামী মুক্তিকামীর
ভক্তি আচরণ।
কৃষ্ণকথা আলোচনে কত তার ভাব মনে
কিন্তু কবে কৃষ্ণপ্রীত্যে
সঁপিব জীবন?

অনুবাদঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

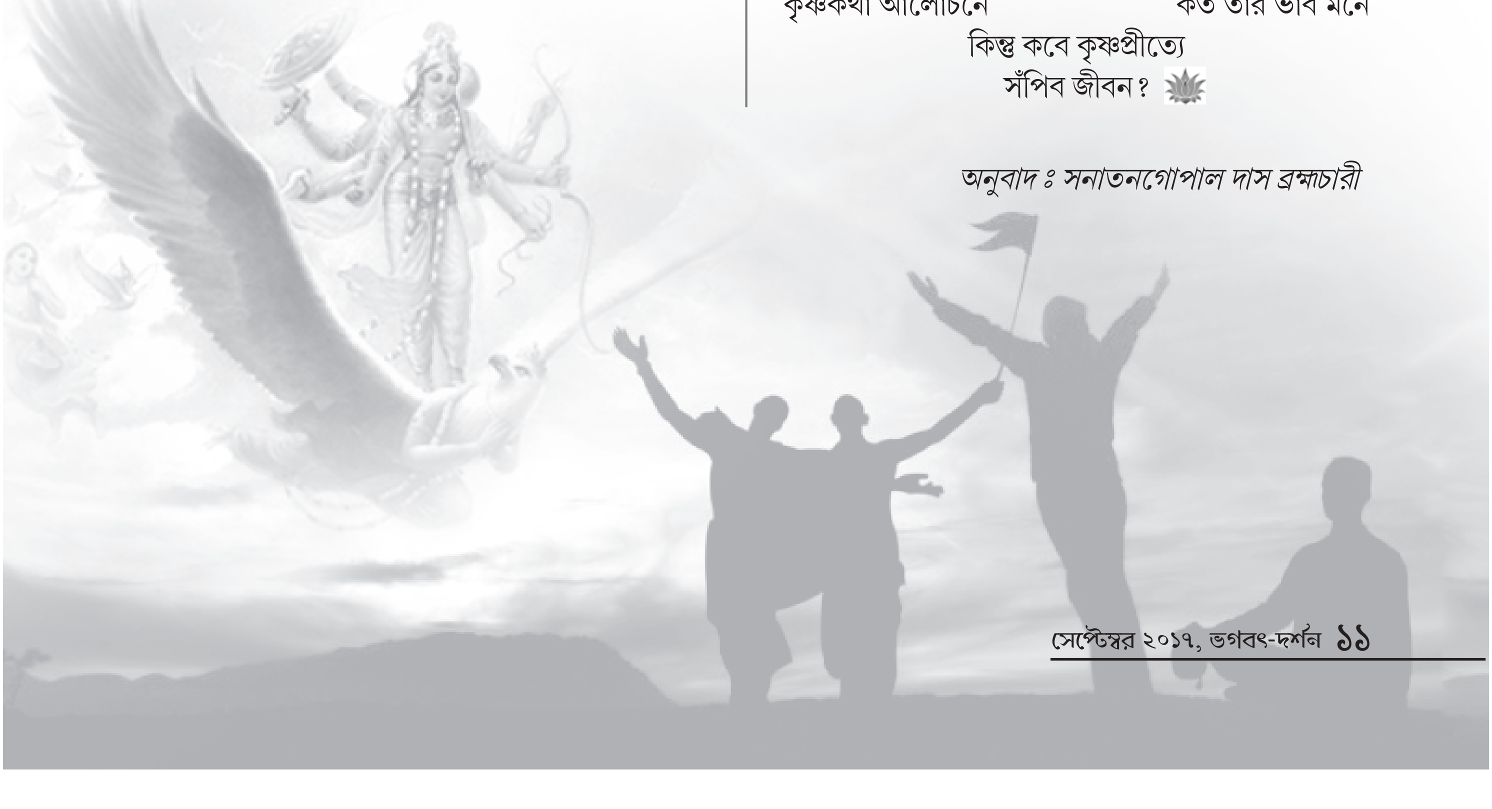

দুর্গাদেবীকে দুর্গাপুজোতে কেমনভাবে সন্তুষ্ট করা যাবে

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

চন্ডীদাস দেবী দুর্গার একজন সাধক পূজারী ছিল, তার ভাই একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিল এবং সে শালগ্রাম পুজা করত। চন্ডীদাস ধনী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাই ছিল দরিদ্র। চন্ডীদাসের একটি বৃহৎ ও চমৎকার বাগান ছিল এবং তিনি সেই বাগানের ফুল দেবী দুর্গাকে অর্পন করতেন। তাঁর ভাইও তার পূজিত শালগ্রামের কাছে সুন্দর পুষ্প নিবেদন করার অভিলাষ রাখতেন। একদিন তিনি মানসিকভাবে সেই বাগানের একটি সুন্দর রঙিন পুষ্প তার শালগ্রামের কাছে নিবেদন করলেন। ঘটনাচক্রে এ দিনই চন্ডীদাস একই পুষ্প দেবী দুর্গাকে নিবেদন করলেন। যেই মুহূর্তে ঐ পুষ্পটি নিবেদিত হলো তৎক্ষণাৎ দুর্গাদেবী চন্ডীদাসের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, চন্ডীদাস তুমি কি বর চাও? চন্ডীদাস বিস্মিত হলেন, 'আমি প্রতিদিন তোমার অর্চনা করি কিন্তু আজ তুমি আমার ওপর এত সন্তুষ্ট কেন?' 'কারণ তুমি আমাকে যে পুষ্পটি নিবেদন করেছ সেটি পূর্বেই শালগ্রামের কাছে নিবেদিত হওয়ায় সেটি ভগবানের মহাপ্রসাদ। এই প্রসাদী পুষ্পটি দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি তাই আমি তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছি।'

চন্ডীদাস তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন, 'তার অর্থ কি এই যে, কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করলেই তুমি সন্তুষ্ট হও?' দেবী দুর্গা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, পরমেশ্বর ভগবান হলেন সর্বকারণের কারণ এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সকল সৃষ্টির উৎস। কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করলেই আমি অত্যন্ত প্রীত হই। যদি তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাও তাহলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা কর।' চন্ডীদাস পরম সত্যটি উপলব্ধি করে শ্রীকৃষ্ণের এক পরম ভক্তে পরিণত হলেন এবং এটি ভগবান শিবের পত্নী দেবী দুর্গাকে অত্যন্ত প্রীত করেছিল। পরবর্তীকালে চন্ডীদাস শ্রীমতি রাধারানী এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহের চিন্ময় ভাবের ওপর অসংখ্য গীত রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু চন্ডীদাসের রচিত গীত শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতেন।

দেবী দুর্গা কে?

ব্রহ্মসংহিতা (৫-৪৪) ব্যাখ্যা করছে, 'বহিরঙ্গা শক্তি মায়া যিনি কিনা চিৎশক্তির ছায়া প্রকৃতি, তাকেই মানুষ দুর্গারূপে পূজা করে। এই পার্থিব জগতের সৃষ্টি পালন এবং ধ্বংসের তত্ত্বাবধান করেন।' সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বরী দেবী এই দুর্গা। তিনি দশভূজারূপে দশ প্রকারের ফল প্রদান করেন। তিনি সিংহের ওপর আরোহণ করে তাঁর মহাশক্তির প্রদর্শন করেন। তিনি মহিষাসুরকে পদদলিত করেন যে মহিষাসুর সমস্ত পাপকার্যের প্রতিনিধি ছিল। তিনি কার্তিকেয় এবং গণেশ নামে দুই পুত্রের জননী, যারা যথাক্রমে সৌন্দর্য এবং সাফল্যকে সূচিত করে। তিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মধ্যে অবস্থান করেন যাঁরা পার্থিব ঐশ্বর্য এবং পার্থিব জ্ঞানের প্রতীক। তিনি কুড়ি প্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত। এই অস্ত্রগুলি বেদে বর্ণিত পাপ দমনকারী বিভিন্ন পুণ্য কর্মকে সূচিত করে। তিনি হস্তে সর্প ধারণ করেন। যেটি ধ্বংসের সৌন্দর্যকে সূচিত করে।

যতক্ষণ আমরা এই পার্থিব জগতে অবস্থান করি আমরা কারাগারেই অবস্থান করছি এবং এই কারাগারের কর্ত্রী হলেন দুর্গাদেবী। বন্দীদেরকে যেমন বিশেষ পোশাক দেওয়া হয় অনুরূপভাবে আমাদেরও একটি পোশাক দেওয়া হয়েছে — মানবদেহ রূপী পোশাক, পশুরূপী পোশাক, বৃক্ষরূপী পোশাক ইত্যাদি। যতক্ষণ আমরা এই দেহে এই জড়জগতে বাস করব আমরা দুর্গাদেবীর নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের বুঝতে হবে যে, দুর্গাদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন। সুতরাং তিনি স্বাধীন এবং পরম নিয়ন্তা নন, তিনি শুধু পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুযায়ী কার্য করছেন যেমনভাবে ছায়া কোন বস্তুকে অনুসরণ করে।

পবিত্র নাম জপের সময় জড় জাগতিক আসক্তি বজায় রাখা পবিত্র নামের প্রতি অপরাধ বলে মনে করা হয়।

কেন দুর্গাদেবী জীবকে শাস্তি প্রদান করেন?

যখন জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হয় সে তখন দুর্গাদেবীর রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বিদ্রোহী জীবদের শাস্তি প্রদানের যন্ত্র স্বরূপ কর্মবন্ধনকে ব্যবহার করা হয়। দুর্গাদেবীর কাজই হলো সমস্ত বিদ্রোহী জীবকুলকে শাস্তি প্রদান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে শাস্তি নয়। এটি রূপান্তর করণের মাধ্যম মাত্র। এই জড় জগতেও যখন কেউ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তা সত্যিকারে শাস্তির জন্য নয় তা রূপান্তরের জন্য। তাই দেবী দুর্গার কাছে ত্রিশূল আছে। ত্রিশূল জড়জাগতিক ত্রিতাপ ক্লেশকে প্রকাশ করে — আধ্যাত্মিক ক্লেশ (আমাদের শরীর এবং মনের ক্লেশ), আধি ভৌতিক ক্লেশ (অন্য জীব দ্বারা প্রাপ্ত ক্লেশ) এবং আধিদৈবিক ক্লেশ (প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকেই এই তিন প্রকারের ক্লেশের কোন না কোন একটিতে পীড়িত

হচ্ছে। সুতরাং এই ক্লেশ আর কিছুই নয় এটি দেবী দুর্গার ত্রিশূল। তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর ত্রিশূল দিয়ে জীবকে বিদ্ধ করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকুলকে সচেতন করা। শাস্তি প্রদান করা নয়।

'কেন আমি এই জড় জগতে এত কষ্ট পাচ্ছি? কেন আমি গর্ভে নয় মাস উপুড় হয়ে ছিলাম যেখানে অন্ধকারে কৃমি কীটেরা প্রতিমুহূর্তে আমাকে দংশন করত। জন্ম গ্রহণের পরে আমি পুনরায় জরা ও ব্যাধি দ্বারা তাড়িত হব এবং পরিশেষে মৃত্যু এসে আমার সব নিয়ে নেবে'। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উপরেই সদাসর্বদা চিন্তাভাবনা করি এবং দেবী দুর্গা বারবার চেষ্টা করেন আমাদেরকে বোঝাতে যে, কারাগার রূপী এই পৃথিবী দুঃখে পরিপূর্ণ, দুঃখালয়ম্ (গীতা ৮.১৫)।

এই কারণেই শাস্ত্র সমূহ এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা ক্রমান্বয়ে আমাদের স্মরণ করাতে থাকেন যে, এই পৃথিবীর অনিত্য আনন্দের পিছনে আমাদের কখনোই ছোটা উচিত নয় বরং এই কারাগার থেকে মুক্তির জন্য আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যাওয়া উচিত।

দুর্গাদেবীকে সন্তুষ্ট করার সর্বোত্তম উপায়

দুর্গা হলেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি। তাঁকে পরাজিত অথবা বিভ্রান্ত করা যায় না। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যখন তিনি তাঁর ত্রিশূল দিয়ে আঘাত হানেন তখন কোন কিছুই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। দুর্গাদেবী আমাদের পার্থিব বর প্রদান করতে পারেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে আসে শক্তিশালী ত্রিশূল এবং আমরা এই পৃথিবীতে যন্ত্রণা ভোগ করি।

দুর্গাদেবীর শক্তিশালী ত্রিশূলের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় ভক্তিযোগ অভ্যাস করা। যখন আমরা দিব্যনাম জপ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নিই তখন দেবী দুর্গা তাঁর ত্রিশূল প্রত্যাহার করেন। আমাদের শরীরে যে সমস্ত দেবদেবী অবস্থান করেন তাঁরা আমাদের দেহের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু যখন দেবীদুর্গা দেখেন যে, আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতে অগ্রসর হচ্ছি তিনি তখন সেই সমস্ত দেবদেবীদের আদেশ করেন আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করতে যাতে করে আমরা এই জড় জগত অতিক্রম করে চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারি। তিনি আমাদেরকে এই জড় জগতে চিরকালের জন্য রাখতে চান না।

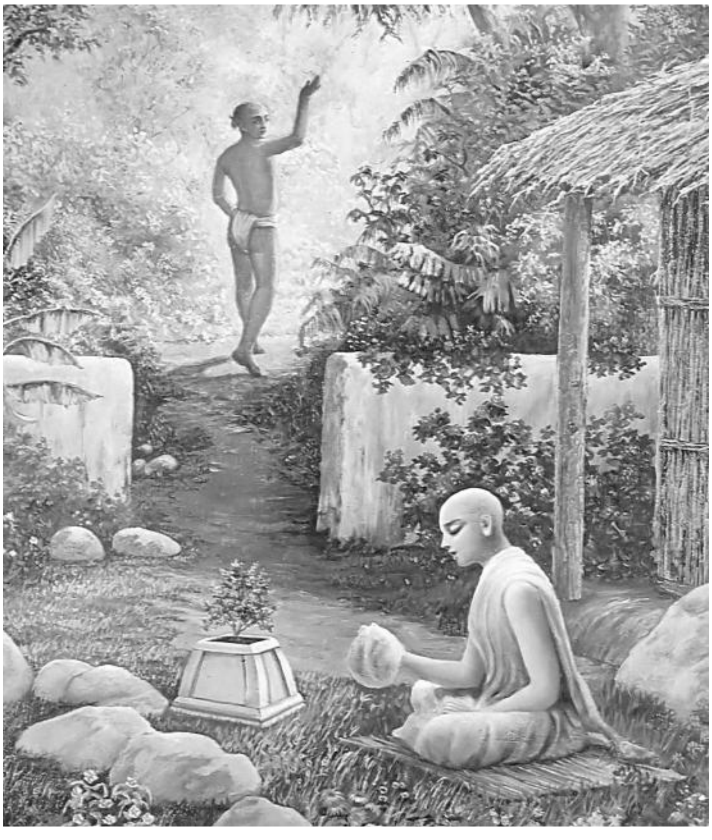

তিনি ভগবানের প্রতি আমাদের আত্মনিবেদন এর পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং যখন দেখেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তিতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে এই কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করেন। এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমগ্র শক্তি এবং সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত হয়ে তাঁর দিব্য নাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার'। তাই কৃষ্ণের দিব্য নামকে ভগবান কৃষ্ণরূপে অনুভব করা উচিত এবং ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর দিব্য নাম জপ করা উচিত। দুর্গাদেবী মায়ারূপে হরিদাস ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তির পরীক্ষা নিয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুর অবলীলাক্রমে সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন কারণ তিনি পরিপূর্ণভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপে নিমগ্ন হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, প্রত্যহ তিনি তিন লক্ষ বার মহামন্ত্র জপ করবেন।

দুর্গাপুজো—সিনেমার গান বাজানো বা তার সঙ্গে নৃত্য করা নয়। এটি সুস্বাদু খাবার খাওয়া বা মজা করাও নয়। এটি উদযাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা হলো এটি জানা যে, দেবীদুর্গা কে এবং তিনি কিসে খুশী হন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার সর্বোত্তম উপায় হলো চন্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি টেক মহিন্দ্রায় কর্মরত।

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446
9073791237

btgbengali@gmail.com

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের পাঠক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

ভগবৎ-দর্শন এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ।

হরিদাস ঠাকুরের তিরোধান

দ্রুতকর্ম দাস (মাইকেল এ. ক্রেমো)

যদি আপনি বঙ্গোপসাগরের তীরে পুরী শহর দর্শন করেন, আপনি দেখতে পাবেন তালগাছে ঘেরা ছোট ছোট ঘর; একটি পাথরের বেদী দ্বারা চিহ্নিত সেই স্থান যেখানে মহান বৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর একাকী অথবা কোন ভক্তের সঙ্গে বসে কৃষ্ণ ভজনা করতেন। সেখানে তিনি সমস্ত দিবা রাত্র ভগবানের দিব্যনাম জপ করে অতিবাহিত করতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি মহামন্ত্রের পবিত্র শব্দগুলিকে কোমল স্বরে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতেন। তাঁর জপমালার গুটিগুলিকে তিনি গুনতে থাকতেন সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত যতক্ষণ না এই পবিত্র মহামন্ত্র তিন লক্ষবার তিনি উচ্চারণ করতেন।

হরিদাস ঠাকুরের নির্জন কুটিরের অনতিদূরে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অনুগামীরা বাস করতেন, যারা উচ্চৈস্বরে মহামন্ত্র জপ করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মানুষ একজন অসাধারণ ভক্ত হিসাবে সম্মান জানাতেন এবং অতি অল্পজনই জানতেন যে, তিনি হলেন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার — যিনি এই জগতে ভগবানের দিব্য নাম প্রচারের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেহেতু হরিদাস ঠাকুর মহামন্ত্র জপে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন সেইজন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি বিশেষরূপে স্নেহশীল ছিলেন এবং তাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদের মধ্যে গণ্য করতেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা প্রায়ই হরিদাস ঠাকুরের কাছে যেতেন।

একদিন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সেবক গোবিন্দ হরিদাস ঠাকুরের জন্য প্রসাদ নিয়ে এলেন। গোবিন্দ হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেখলেন যে, হরিদাস শুয়ে অতি ধীরে হরেকৃষ্ণ জপ করছেন।

‘দয়া করে গাত্রোত্থান করুন এবং প্রসাদ গ্রহণ করুন’, গোবিন্দ বললেন। ‘আমি আজ উপবাস করছি’, হরিদাস বললেন, ‘আমি এখনো আমার দিনের সংকল্প তিন লক্ষ নাম জপ করতে পারিনি। কোন্ বিবেকে আমি প্রসাদ গ্রহণ করতে পারি?’ এক মুহূর্ত পরে হরিদাস বিবেচনা করলেন। ‘আপনি মহাপ্রসাদ এনেছেন’ তিনি বললেন, ‘সুতরাং কিভাবে আমি এর অবহেলা করতে পারি?’ তিনি তারপর প্রার্থনা করলেন এবং স্বল্প প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

পরদিন ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসকে দেখতে এলেন। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হরিদাস, তুমি কি ভাল আছ’? হরিদাস ভগবানের চরণে নত হয়ে উত্তর দিলেন, ‘আমার দেহ ঠিক আছে, কিন্তু আমার মন এবং বুদ্ধি ঠিক নেই। আমার রোগ হল যে, আমি আমার সংকল্প পরিমাণ জপ করতে পারিনি।’

ভগবান শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে সান্ত্বনা প্রদান করতে প্রয়াসী হলেন, 'এখন তুমি বৃদ্ধ হয়েছ', তিনি বললেন, 'তুমি তোমার জপ সংখ্যা কমাতে পার। তুমি ইতিমধ্যেই এই অন্ধকার জড়জগতে কৃষ্ণনামের মহিমা প্রচার করার জন্য অনেক বেশী জপ করেছ।'

কিন্তু হরিদাস খুব দুঃখিত ছিলেন। তার মনে অন্য কিছু ছিল। 'হে প্রভু', তিনি বললেন, 'কৃপা করে আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি আমার অন্তরে অনুভব করছি যে, আপনি অতি শীঘ্রই এই জগতে আপনার লীলা বিলাস সমাপ্ত করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবেন। তার পূর্বে কৃপা করুন, যেন আমার এই নশ্বর দেহ আপনার শ্রীপাদপদ্মে তিরোহিত হয়। আমি আপনার শেষ দিনগুলি দেখতে চাই না।'

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'প্রিয় হরিদাস, কৃষ্ণ এত কৃপাময় যে, তুমি যা চাও তিনি তাই করবেন কিন্তু তুমি পুরীতে আমার সঙ্গে অবস্থান করায় আমার আনন্দ এবং আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে এ ঠিক নয়।'

তথাপি হরিদাস নিরস্ত হলেন না। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ ধরে তিনি কেঁদে বললেন, 'হে প্রভু! মায়ায় ভোলাবেন না! আমাকে ছাড়াও আপনার লক্ষ লক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভক্ত আছেন। যদি আমার মতো নগণ্য কীট মারা যায় এতে কি ক্ষতি? বস্তুত আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি সর্বদাই স্নেহশীল এবং যদিও আমি একজন শুধুমাত্র ছদ্মভক্ত তথাপি আমি আশা রাখি যে, আপনি আমার অভিলাষ পুর্ণ করবেন'।

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব অতঃপর হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করলেন এবং পরদিন আসতে সম্মত হয়ে, তাঁর মধ্যাহ্নকালীন কার্যাবলী সমাধা করার জন্য প্রস্থান করলেন।

পরদিন ভগবান তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে পুনরায় এলেন এবং তাদের দেখে হরিদাস ঠাকুর বিনম্র চিত্তে নত হলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয় হরিদাস সুসংবাদটি কি?' হরিদাস উত্তর করলেন, 'হে প্রভু, সুসংবাদটি হলো আপনি আমার উপর কৃপাবর্ষণ করবেন।'

এইকথা শুনে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন শুরু করলেন এবং তাঁর ভক্তরা হরিদাস ঠাকুরকে ঘিরে সেই কীর্তনে যোগদান করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে তার সাধুসুলভ গুণের জন্য প্রশংসা করতে শুরু করলেন। যত বেশী ভগবান, হরিদাসের প্রশংসা করতে লাগলেন তত বেশী তিনি আনন্দ লাভ করতে থাকলেন। সমস্ত ভক্তগণ আশ্চর্যে হতবাক হয়ে হরিদাসের পাদপদ্মে নত হলেন।

অতঃপর হরিদাস শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে তার সম্মুখে উপবেশন করতে অনুরোধ করলেন এবং তিনি তার দৃষ্টি ভগবানের চন্দ্রবদনে নিবদ্ধ করে ভগবানের পাদপদ্ম তাঁর

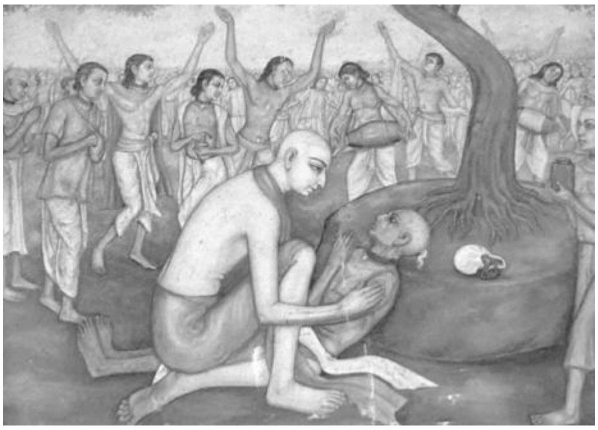

বক্ষে স্থাপন করলেন। যেই তিনি ভগবানের নাম জপ করতে শুরু করলেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। শীঘ্রই হরিদাস ঠাকুরের আত্মা দেহত্যাগ করল।

সেই মুহূর্তে প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামে মুখরিত হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রয়াত ভক্তের জন্য দিব্য প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

আমি এখনো আমার দিনের সংকল্প তিন লক্ষ নাম জপ করতে পারিনি। কোন্ বিবেকে আমি প্রসাদ গ্রহণ করতে পারি?

তিনি হরিদাসের দেহ তুলে তাঁর কোলে শয়ন করালেন এবং তারপর গভীর চিন্ময় আনন্দে সমস্ত প্রাঙ্গন জুড়ে নৃত্য করতে লাগলেন। সমস্ত ভক্তগণ তাঁর সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তনে যোগ দিলেন।

অতঃপর ভক্তরা হরিদাসের দেহ স্কন্ধে বহন করে সমুদ্র অভিমুখে নিয়ে গেলেন। সমস্ত পথ তাঁরা কীর্তন করলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্মুখভাগে নৃত্য করতে লাগলেন। সমুদ্রের তীরে পৌঁছে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসের দেহ সমুদ্রের ঢেউয়ে স্নান করালেন এবং ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে এই সমুদ্র এক মহান তীর্থস্থানে পরিণত হলো।'

ভক্তরা সমুদ্রের বেলাভূমিতে একটি গর্ত খনন করলেন এবং হরিদাসের দেহ তাতে স্থাপন করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব 'হরিবোল! হরিবোল!' কীর্তন করতে করতে দুই হাতে করে বালু নিয়ে সেই দেহ আবৃত করতে শুরু করলেন।

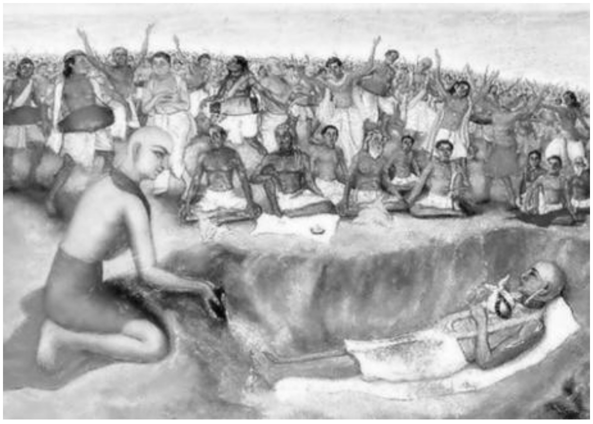

ভক্তরা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে আরও বালু নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং তারপর তাঁরা সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করণের জন্য একটি বেদী গঠন করলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই বেদী ঘিরে নৃত্য কীর্তন করতে লাগলেন। সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণনামের অনুরণনে পূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তরা সমুদ্রে স্নান করলেন।

অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে প্রধান দ্বারের কাছে সমস্ত দোকান থেকে প্রসাদ নিলেন। 'আমি হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব উদযাপন করার জন্য প্রসাদ ভিক্ষা করছি', ভগবান বললেন, 'দয়া করে আমাকে ভিক্ষা দিন'। ভগবানের অনুরোধে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সমস্ত দোকানীরা বড় বড় ঝুড়িতে প্রসাদ নিয়ে এগিয়ে এলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রসাদ বিতরণ করতে শুরু করলেন। যখন প্রসাদ বিতরিত হয়ে গেল সমস্ত ভক্তরা প্রসাদ পাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং তারপর তাঁরা প্রসাদ পেলেন।

অনতি বিলম্বেই তারা আকণ্ঠ প্রসাদ পেলেন কারণ ভগবান বিতরণকারীদের সমানে বলছিলেন, 'ওদের আরও দাও! ওদের আরও দাও!'

ভক্তদের প্রসাদ পাওয়া হলে শ্রীচৈতন্যদেব তাদের ফুলের মালা পরালেন। অতঃপর ভগবান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের বললেন, 'যারা হরিদাস ঠাকুরের তিরোধান দর্শন করেছেন, যারা এখানে নৃত্য কীর্তন করেছেন, যারা হরিদাস ঠাকুরের দেহে বালুকা প্রদান করেছেন এবং যারা এখানে প্রসাদ পেয়েছেন সকলেই খুব শীঘ্রই কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হবেন।'

অবশ্যই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদগণ হরিদাসের তিরোভাবে ক্রন্দন করেছিলেন কিন্তু তারা এও জানতেন যে, তিনি কৃষ্ণের কাছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাচ্ছেন সেই কারণে তারা আনন্দিত হয়েছিলেন।

দুর্গাদেবী কৃষ্ণনাম করেন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে, মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার স্টেশন থেকে পূর্বদিকে কুড়ি মাইল দুরে, গোয়াস নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে শিবাই আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ভবানী পূজায় একনিষ্ঠ ছিলেন। ভবানী পূজায় তিনি ছাগল-ভেড়া বলি দিতেন। শিবাই আচার্যের দুই পুত্র ছিল — হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। বলির জন্য ছাগল ও ভেড়া কিনে আনতে পুত্রদেরকে পাঠিয়েছিলেন বাজারে। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ কয়েকটা ছাগল ও ভেড়া কিনে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিল।

সেই সময় সকাল বেলায় বিখ্যাত দুই পরম বৈষ্ণবকে তারা দেখতে পেল। অত্যন্ত সুন্দর তাঁদের রূপ। একজন হলেন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এবং অন্যজন হলেন শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর। তাঁদের ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র গোপীচন্দন তিলক অঙ্কিত। দৃষ্টি বা চাহনি অত্যন্ত কারুণ্যপূর্ণ। পরনে ধুতি ও উত্তরীয়। কণ্ঠে তুলসীকাঠের মালা। হাতে হরিনাম জপের মালা। তাঁদেরকে দেখে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ আকৃষ্ট হলো। একে অপরকে বলে, আমি উনাদের মহিমা শুনেছি, এখন চোখে দর্শন করছি।

থাকার কারণ। যূপকাষ্ঠের মধ্যে ঘাড় আটকিয়ে পশুকে হত্যা করার কাণ্ডটি নিশ্চয় অসুরদের কর্ম। এসব কর্ম কোনও ব্রাহ্মণের হতে পারে না। আমরা ব্রাহ্মণ। এখন ঐ পণ্ডিতেরা যদি আমাদের দেখতে পায়, তবে আমরা কি করব?

এদিকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও নরোত্তম দাস ঠাকুর তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রামচন্দ্র নরোত্তম ঠাকুরকে বললেন, এই দেখো, সামনে সুন্দর চেহারার এই দুই জন আসছে। এদেরকে দেখে মনে হয় এরা শ্রীকৃষ্ণ ভজনের যোগ্য ব্যক্তি। ওদের সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়।

ছাগল ও ভেড়াগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ ভয়ে ভয়ে তাঁদের কাছে এসে প্রণতি নিবেদন করল। নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, কি নাম তোমাদের? এই ছাগল-ভেড়াগুলোকে নিয়ে তোমাদের কাজ কি? তারা তাদের পরিচয় দিয়ে বলল,

আবার তারা চিন্তা করতে লাগল, এই দুই বৈষ্ণব নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে ছাগল-ভেড়াগুলোকে দেখেই জিজ্ঞেস করবে, সকাল সকাল এগুলোকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তখন আমরাই বা কিভাবে বলব যে, বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। এই সব পশুগুলোকে বলি দিয়েও আমাদের কিসের সিদ্ধি লাভ হবে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম দিকেই বলা হয়েছে, দেবগুণ সম্পন্ন মানুষদের গুণ হচ্ছে সত্তার পবিত্রতা, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, লজ্জা, সরলতা, অহিংসা, সর্বজীবে দয়া, নির্লোভিতা, অচপলতা, ক্ষমা, মাৎসর্যশূন্যতা ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এই যে ছাগল-ভেড়াগুলোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি বলি দেওয়ার জন্যে — এটা কোন্ গুণের মধ্যে পড়ছে? এটা কি আসুরিক ভাব নয়? গীতায় বলে, দম্ভ, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, বিবেকহীনতা হচ্ছে অসুরগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষণ এবং আসুরিক ভাবই হচ্ছে জগতে বদ্ধ

আমরা ছাগল-ভেড়াগুলোর জন্যই শুভক্ষণে বেরিয়ে ছিলাম। যার ফলে আপনাদের দর্শন হলো। আজ আমাদের জীবন সফল।

তারপর তাঁদের নির্দেশে সব পশুগুলোকে তারা ছেড়ে দিল। পদ্মাতে স্নান করল। বৈষ্ণব-পাদপদ্মে বন্দনা স্তুতি করতে লাগল। তাদেরকে দুই বৈষ্ণব আলিঙ্গন করতে লাগলেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ খেতুরী গ্রামে চলে গেল। সেখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর রামকৃষ্ণকে এবং রামচন্দ্র কবিরাজ হরিরামকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তারা গৌর-নিতাই সেবা, ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা, গুরুসেবা করতে লাগল। ভক্তিপ্রেমরসে কিছুদিন অতিবাহিত হলো।

তারপর একদিন বিজয়া দশমীর পরে তারা গুরুদেবের নির্দেশে খেতুরী গ্রাম থেকে গোয়াস গ্রামে ফিরে এলো। গোয়াসে বলরাম কবিরাজ নামে এক বৈষ্ণবের গৃহে তারা

সমস্ত পন্ডিত মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করল, এরা দুই ভাই বৈষ্ণবের কৃপা গুণেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেছে। এই বলে পন্ডিতেরা সভা ছেড়ে চলে যেতে লাগল। এতে শিবাই আচার্যের ক্রোধ বৃদ্ধি পেল। তিনি ভাবলেন, আমরা ব্রাহ্মণরা আজ পরাজিত হলাম। আমাদের ক্রিয়াকান্ডের কোনও মূল্য নেই। না, আমি এ হতে দেব না। তাই তিনি মথুরাবাসী এক দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে আনালেন। সেই পন্ডিত বড় দাম্ভিক ছিলেন। তিনিও অনায়াসে হরিরামের কাছে পরাভূত হলেন। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণবের জয়গান ও বৈষ্ণব মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে সেই পন্ডিত তখন থেকে ভিক্ষুক ব্রত অবলম্বন করলেন।

এই ঘটনার পর দুর্গাপূজক শিবাই আচার্য স্তম্ভিত হলেন। পন্ডিতদের কিছু কিছু বচন স্মরণ করছিলেন। তারপর তিনি ভগবতী-চরণে মিনতি করলেন, হে মাতঃ, আমি জানতাম না যে, তুমি পরম বৈষ্ণবী। তুমিও না কি কৃষ্ণনাম করো। হে মাতা, আমাকে কৃপা করো।

রাত্রি যাপন করল। সকাল হলেই পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পিতা শিবাই আচার্য মহাক্রোধে বলতে শুরু করলেন, তোমরা ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকে আবার কোন্ বৈষ্ণব কোন্ সাহসে বৈষ্ণব-দীক্ষা দিল? বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ শাস্ত্রে বলে? তোমরা নিজেদেরকে কি বেশি বড় পন্ডিত বলে মনে করো? দেবী ভগবতী তোমাদের সব কয়টাকে শাস্তি দেবেই। তোমরা দেবীর অমান্য করেছ। বলি বন্ধ করে দিয়েছ। সমস্ত পন্ডিতেরা তোমাদেরকে ধিক্কার দেবে। ভগবতীও তোমাদের দন্ড দেবে।

পুত্র হরিরাম তখন পিতার মুখে এসব কথা শুনে ক্রোধে বলতে লাগল, কার কত শক্তি আছে, কত বড় পন্ডিত আছে, এক্ষুনি নিয়ে আসো।

সত্যি সত্যিই শিবাই আচার্য বড় বড় পন্ডিতদেরকে এনেছিলেন। বিশাল এক পন্ডিতসভার বৈঠক শুরু হলো। এক এক পন্ডিত শাস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। প্রত্যেকের মত খন্ডন করলেন হরিরাম আচার্য বেদ-পুরাণের সিদ্ধান্ত দিয়ে। বৈষ্ণব যে সর্বলোকেরই আরাধ্য, তা প্রমাণ করলেন। সব পন্ডিতেরা হরিরাম আচার্যের কাছে পরাভব স্বীকার করল।

প্রাচীন শাস্ত্র 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্' গ্রন্থে শ্রীমহাদেব নারদমুনিকে বলছেন —

পঞ্চবক্ত্রেণ সততং তন্নামগুণকীর্তনম্।।
করোমি ভার্যয়া সার্ধং পুত্রাভ্যাঞ্চাপি নারদ।
তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্।।
যদ্দিনং কৃষ্ণসংলাপকথাপীযূষবর্জিতম্।
তং ক্ষণং নিষ্ফলং মন্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনং বিনা।।

মেঘাচ্ছন্ন দিনকে আমি দুর্দিন বলে মনে করি না। যেদিন কৃষ্ণকথা বলা হয় না, আমি সেই দিনকে দুর্দিন বলে থাকি।

"হে নারদ! আমি, পার্বতী, কার্তিক ও গণেশের সঙ্গে সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করি। মেঘাচ্ছন্ন দিনকে আমি দুর্দিন বলে মনে করি না। যেদিন কৃষ্ণকথা বলা হয় না, আমি সেই দিনকে দুর্দিন বলে থাকি। যেই মুহূর্তটি কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণকথা ছাড়া অতিবাহিত হয়, সেই মুহূর্তটি বৃথা গেল বলে মনে করি।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক। আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কোন্ সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন —

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে তার উল্লেখ থাকবে।

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' ও পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ২০০ (দুইশত) টাকা। আপনি মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে অথবা ইসকনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোস্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃদ্রঃ - মানি-অর্ডার ফর্মের শেষ অংশে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পোস্টাল পিন কোড লিখুন এবং আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করুন। হরেকৃষ্ণ!

গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ ০৩৪৭২-২৪৫২১৭, ২৪৫২৪৫

যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।

বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার গ্রাহক-ভিক্ষা	ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা	রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা
১ বছরের জন্য ঃ ২০০ টাকা	১ বছরের জন্য ঃ ৩৮০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে)	১ বছরের জন্য ঃ ৪৩০ টাকা (প্রতি মাসে)
২ বছরের জন্য ঃ ৪০০ টাকা	১ বছরের জন্য ঃ ৬০০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে)	
৩ বছরের জন্য ঃ ৫৭০ টাকা		

আগামী সংখ্যা শেষ সংখ্যা, নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

এটিই শেষ সংখ্যা, অবিলম্বে নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

আপনার ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময় করুন। আপনার জীবনের মহত্বপূর্ণ দর্শনচিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

আপনার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠি আমাদের ই-মেল করুন

ভগবৎ-দর্শনের জন্য লিখুন

btgbengali@gmail.com

অন্ধ মানুষ এবং হাতি

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প হতে গৃহীত

একদল অন্ধ মানুষ কিছু বয়স্ক লোকের কাছে হাতি নামক এক অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে শুনেছিল। সাধারণভাবেই তাদের প্রবল আগ্রহ জন্মালো তাদের স্পর্শ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে প্রথমে পরখ করতে। ঐ জন্তুটি সম্বন্ধে বিশদ জানার জন্য তারা হাতিশালায় গেল এবং তারা হাতির মালিককে অনুরোধ করল তাদেরকে হাতিটিকে স্পর্শ করতে দেওয়ার জন্য।

একজন অন্ধ, যে হাতিটির শুঁড় স্পর্শ করল, সে হাতি সম্বন্ধে ধারণা করলো যে, এই জন্তুটি একটি বৃহৎ সর্প সদৃশ।

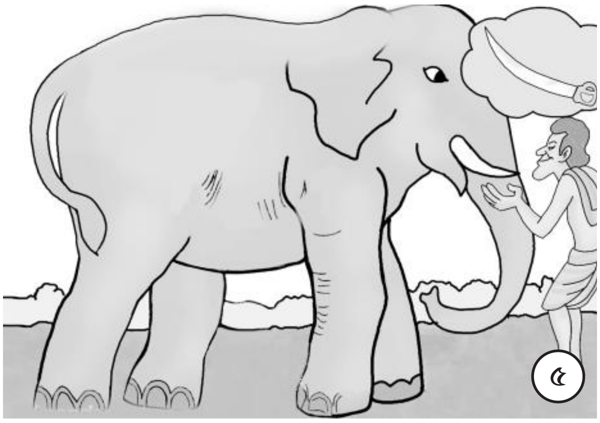

অন্য একজন হাতির দাঁত স্পর্শ করল এবং ভাবল, হাতি একটি তলোয়ার সদৃশ।

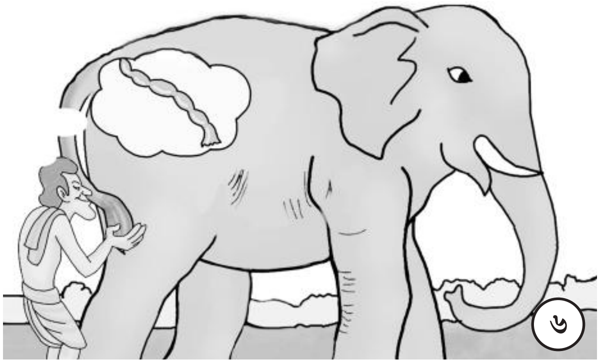

অন্য একজন হাতির লেজ স্পর্শ করল এবং ভাবল, হাতি একটি রজ্জু সদৃশ।

অর্থাৎ হাতি সম্বন্ধে সেই অন্ধ ব্যক্তিদের ধারণা সঠিক ছিল না।

তাৎপর্য ঃ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা ভগবানের সম্বন্ধে সর্বদা স্বরচিত বর্ণনা দিয়ে থাকে। ভগবানের নিরাকার সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন।

নাচাও নাচাও প্রভু, নাচাও সে মতে!

চৈতন্য চরণ দাস

আমেরিকার উপকূলভূমি দর্শনকারী শ্রীল প্রভুপাদের প্রার্থনার উপর ধ্যান

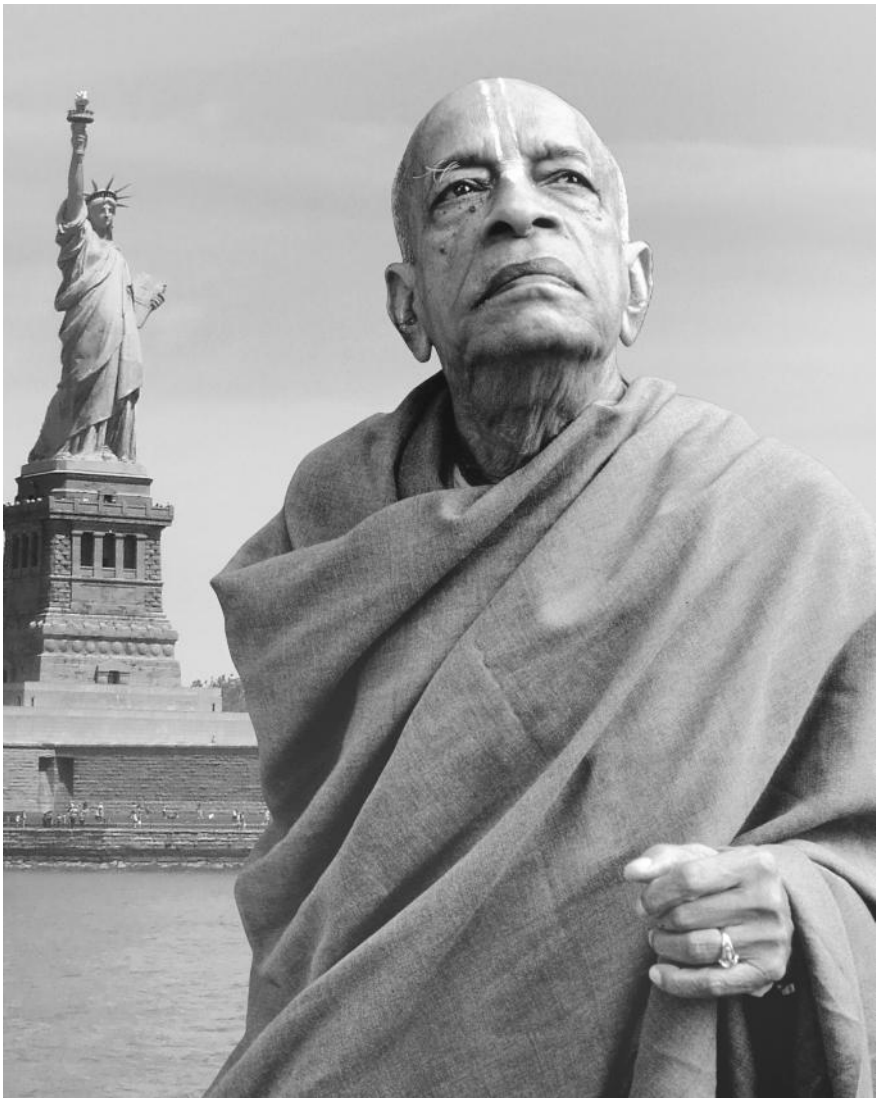

এইরূপ এক মহান প্রার্থনা হল এই গীত 'মার্কিনে ভগবৎ ধর্ম' (আমেরিকায় কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা) যা শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৫ সালে জলদূত জাহাজে ভারত থেকে আমেরিকায় যাওয়ার সময় রচনা করেন। যাইহোক, জাহাজটি ছিল শুধুমাত্র একটি ভৌতিক যন্ত্র — প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জগতে শ্রীকৃষ্ণের বাণীর দিব্যপ্রেম প্রচারের তাঁর স্বার্থশূন্য আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে সাগর পার করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই তীব্র অভিলাষই তাঁকে একাকী সম্বলহীন অবস্থায় তাঁর জীবনের পরবর্তী দুঃসাহসিক যাত্রায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাঁর যাত্রা স্বাভাবিক জাহাজ যাত্রার থেকে অনেক বেশী কষ্টকর প্রতীয়মান হয়েছিল। জাহাজযাত্রার প্রাথমিক অসুস্থতা ছাড়াও পরপর দুইরাতে দুবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন যা তাঁকে বিনা চিকিৎসাতেই সহ্য করতে হয়েছিল। ঝঞ্ঝাসঙ্কুল সমুদ্র এবং বিনাশকারী হৃদরোগে বিধ্বস্ত হয়ে অবশেষে পঁয়ত্রিশ দিন জলযাত্রার পরে তিনি আমেরিকা উপকূলে এসে পৌছলেন।

পৃথিবীর মহান জ্ঞান-সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসারে প্রার্থনাকে প্রায়ই দিব্য শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাধু সন্তেরা বিভিন্ন সময়ে যে প্রার্থনাগুলি করেছেন তার মধ্যে ভগবানের প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ ভক্তির বিশাল গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকার উপকূলভূমি দর্শন করে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা আবেগমথিত চিন্তাগুলিকে মাতৃভাষা বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক সরাসরি অন্তরঙ্গ আবেদনে। দেখা যাচ্ছে যে, এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশও শাস্ত্রের উপর আধারিত। তাঁর

ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার স্বাভাবিক যোগ পরিলক্ষিত হয় তাঁর সংস্কৃত ভাষায় উচ্চাঙ্গের ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত করা এক সারি শ্লোকের মাধ্যমে। এই সেই পুস্তক যার অনুবাদ এবং তাৎপর্য তাঁর জীবনের বৃহত্তম কীর্তি হবে — বহুখন্ডের এই ভাষ্যের প্রথম তিনটি খন্ড তিনি তাঁর সঙ্গে বহন করছিলেন। এই খন্ডগুলি ছিল তাঁর চিন্ময় অস্ত্রাগার যা দিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতৃবর্গের জাগতিক মোহমায়ার বন্ধন ছিন্ন করার অভিলাষী।

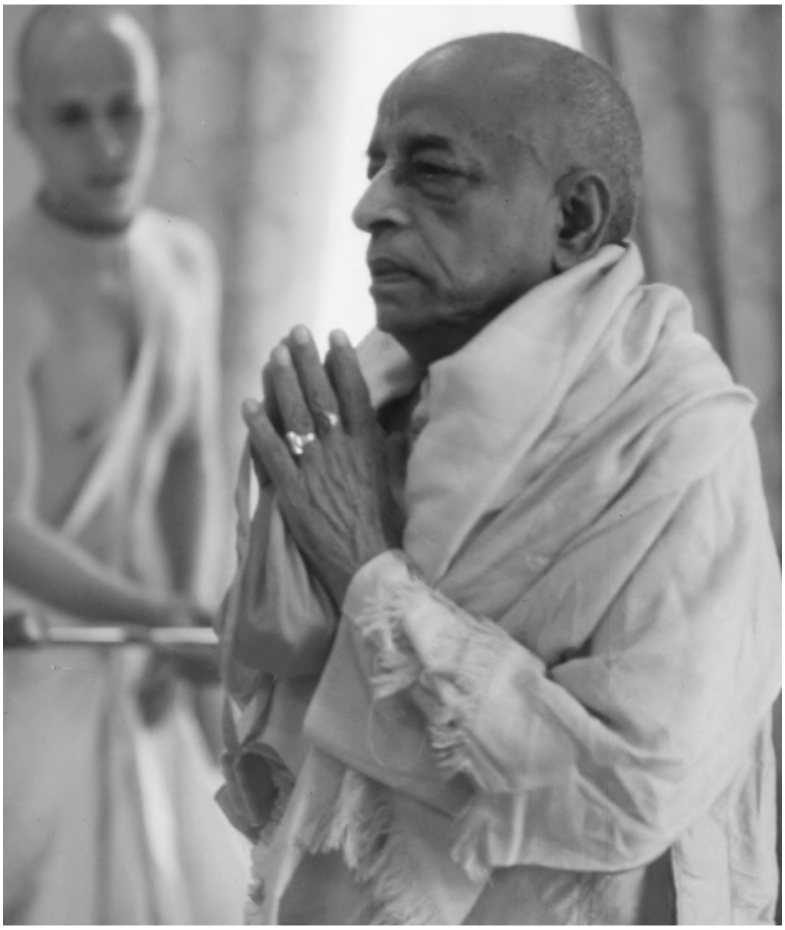

আসুন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রার্থনা সঙ্গীতের প্রতিটি ছত্রের অর্থ এবং ভাব দেখি।

বড়-কৃপা কৈলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি।
কি লাগি আনিলে হেথা করো এবে গতি।।

১। তিনি তাঁর প্রার্থনা শুরু করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসীম কৃপার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। নিজেকে এক অক্ষম পতিত আত্মারূপে অভিহিত করছেন। তিনি স্বীকার করছেন শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁকে এখানে এনেছেন সেই বিষয়ে তিনি অনিশ্চিত। তিনি আবেদন করছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে, তাঁর ইচ্ছা যাই হোক না কেন তিনি যেন তাঁর কাজে সাথে থাকেন। এটি এমন একটি আবেদন যা সঙ্গীতটির উপসংহারকে পূর্বেই প্রকাশ করে। প্রাথমিকভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের করুণার প্রকাশ স্বল্পই পরিলক্ষিত হয়। তিনি বিদেশে অর্থহীন, সহায়হীন এবং কোন প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়াই অবতরণ করেছেন। তিনি জানেন না যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক যাকে তিনি কোনদিন দেখেননি তিনি কিভাবে তাঁকে স্বাগত জানাবেন। এও জানেন না তাঁর বাণীকে শ্রোতাবর্গ স্বাগত জানাবেন কি না। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি অবশেষে তাঁর প্রতি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর আদেশ যে, সমগ্র পাশ্চাত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাণী ইংরেজীতে প্রচার করতে হবে তা পরিপূর্ণ করার সুযোগ তিনি অন্তত পেয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশ পালন করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। চল্লিশ বছরের উপর তিনি ভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেও বিশেষ সফল হননি। এখন তিনি আমেরিকাতে সেই বাণী প্রচারের সুযোগ পেয়েছেন। যদিও কিভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তার কোন সুস্পষ্ট পথ তাঁর কাছে নেই, তবুও এই সুযোগ প্রাপ্তিই তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণের করুণা। এইরূপে তিনি এই উদাহরণ উপস্থাপনা করেছেন যে, আশীর্বাদ বাধা পরিবৃত থাকলেও সেই আশীর্বাদের প্রতি সবার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে।
নহে কেনো আনিবেন এই উগ্র-স্থানে।।

২। এই প্রার্থনাটি শুরুই হয়েছে তাঁর অনিশ্চয়তার অধিক সুস্পষ্ট স্বীকৃতির সঙ্গে যেখানে তিনি অনুমান করছেন তাঁকে এতদূরে প্রেরণ করার পিছনে শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই কোন পরিকল্পনা আছে। তাঁর অনিশ্চয়তা প্রকাশ করছে এমনকি একজন নিবেদিত প্রাণ ভক্ত যাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত এবং সন্তগণও সর্বদা নিশ্চিত থাকেন না যে, কিভাবে তাঁরা এই ঝঞ্ঝাটবহুল জগতে তাঁদের নির্দেশগুলিকে প্রয়োগ করবেন। চিন্ময় নির্দেশের অর্থ এই নয় যে, বাস্তব কার্যে কোন অনিশ্চয়তা থাকবে না — এর

অর্থ হল যে, নিত্য আদেশে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিদেশে কিভাবে তিনি তা সম্পাদন করবেন তা অস্পষ্ট ছিল। তাই তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন। এই অনিশ্চয়তার পিছনে ছিল গভীর বিশ্বাসের নিশ্চয়তা — এই বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই কোন পরিকল্পনা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকায় ভক্তিতত্ত্বকে প্রচার করার প্রতিকূলতাকে প্রকাশ করেছেন আমেরিকাকে উগ্র-স্থান অর্থাৎ 'ভয়ঙ্কর স্থান' রূপে চিহ্নিত করে। সাধারণ দর্শনার্থীরা যেখানে আমেরিকাকে সুযোগ, ঐশ্বর্য এবং মুক্তির দেশ হিসাবে দেখে সেখানে এটি আশ্চর্যজনকভাবে বিপরীত ধারণা। যখন শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকাকে দেখেন, তিনি একে জাগতিক ঐশ্বর্যের দেশ হিসাবে না দেখে আধ্যাত্মিক দরিদ্রের দেশ হিসাবে দেখেন। করুণার্দ্রচিত্তে তিনি প্রত্যাশা করেন শুধু আমেরিকা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগত এমনকি সমগ্র জগতে ভক্তিসম্পদ প্রচার করতে যার অধিকাংশই আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা দ্বারা আক্রান্ত।

রজস্তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন।
বাসুদেব-কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন।।

৩। এই পংক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে, যে দেশে তিনি যাচ্ছেন সেখানে কি ভয়ংকরতা রয়েছে। এর অধিবাসীরা আবেগ ও অজ্ঞতার নিম্নতর গুণদ্বারা আচ্ছন্ন। অন্যরা এই একই জাগতিক সম্পদের ফাঁদকে যেখানে উন্নতি এবং সাফল্যের চিহ্ন হিসাবে দেখেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে একে নিম্নতর গুণসমূহের তীব্র সংক্রমণ বলে অভিহিত করেন। এইরূপ সংক্রমণ মানুষকে জড়জাগতিক মোহাচ্ছন্ন এবং আধ্যাত্মিক নির্বোধে পরিণত করে। এই গুণ সমূহের আধ্যাত্ম পরিপন্থী ফলকে দ্বিতীয় ছত্রে নির্দেশ করা হয়েছে ঃ এরা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আস্বাদন করতে অসমর্থ, এই আস্বাদনই চারিত্রিক রূপান্তরকরণের সেই যন্ত্র যা ভক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ভারতবর্ষে দেখেছেন কিভাবে জাগতিক মোহ তাঁর দেশের মানুষদের আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি নিঃস্পৃহ করে তুলেছে। তিনি আশংকা করছেন আমেরিকায় জাগতিক মোহের হাতছানি আরও বেশী। তাই এখানে এই সমস্যা হয়ত অনুরূপ অথবা অধিক। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর করণীয় কাজ আলোচনা করার সময় তিনি অন্যান্য সামাজিক দ্রষ্টার মতো অচেনা ভাষা, সংস্কৃতি বা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করেননি। এই বাধাগুলিকে উপেক্ষা করাই তাঁর ভক্তির সার্বজনীনতা এবং চিন্ময়তার প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রমাণ।

তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী।
সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকী।।

৪। যেভাবে তিনি এই সমস্যাগুলির সমাধানের কথা ভেবেছেন তা তাঁর চিন্ময় একাগ্রতার উপর আলোকপাত করে ঃ শ্রীকৃষ্ণের করুণার শক্তি এই গুণের শক্তির থেকে অনেক অধিক। তিনি তাই করুণাভিক্ষা করছেন যাতে তাঁর শ্রোতাবর্গ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আস্বাদন করতে সমর্থ হয়। তিনি স্বীকার করছেন জাগতিক মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আধ্যাত্মিক আকর্ষণের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস যে, সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা এটিকে সম্ভব করবে।

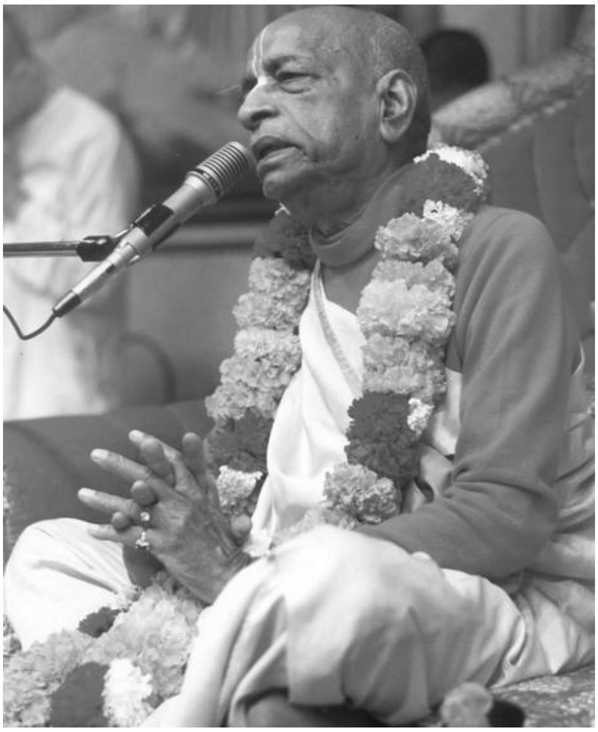

কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস।
এত কৃপা কর প্রভু করি নিজ বশ।।

৫। এই আবেদন নিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর করুণা ভিক্ষা করছেন যেন মানুষ ভক্তিরস আস্বাদন করতে পারে। এই রস শব্দটির উল্লেখ নির্দেশ করে সেই মহান ঐতিহ্যের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদ যার প্রতিনিধিত্ব করছেন ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব। রস, ভক্তি আস্বাদনের এই ধারণা নাটকের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের নির্দিষ্ট অবদান। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন জড়জাগতিক আনন্দ আস্বাদন করি। ভক্তিযোগের এই প্রক্রিয়া আমাদের স্বাদকে পরিশুদ্ধ করে এবং এর ফলে আমরা ভক্তিরস, উচ্চাঙ্গের ভক্তির আনন্দ আস্বাদন করতে সমর্থ হই। এইরূপে ভক্তিযোগ কখনোই আনন্দকে কঠোরভাবে ত্যাগ করতে বলে না, শুধু আনন্দের নতুন সংজ্ঞায় একে আস্বাদন করতে বলে।

তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া বশ।
তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ।।

৬। শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমান হওয়ার কথা স্পষ্ট রূপে জানা যায় যে, সমস্ত কিছুই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ঃ তাঁর ইচ্ছায় সমস্ত জীব মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই তারা মায়া মুক্ত হয়। তাই জীবের মায়ার

বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তির নির্ণায়ক পার্থক্যই হচ্ছে কৃষ্ণের ইচ্ছা। অবশ্যই তাদের ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ—কৃষ্ণ হতে মুক্তির স্বাধীনতা অভিলাষ করার পরিবর্তে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে প্রেমময়ভাবে একাত্ম হয়ে যাওয়ার অভিলাষ তাদের করতে হবে। তথাপি এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই কার্যের সঙ্গে জড়িত সকল দার্শনিক

ক্রিয়াশীলতার সম্যক বিশ্লেষণ করা নয়। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো শ্রীকৃষ্ণের ওপর শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতাকে প্রকাশ করা। এই ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে এর মূল বিষয় হলো প্রভুপাদ কৃষ্ণের সর্বময় কতৃত্বকে প্রকাশ করছেন এবং সকল মনুষ্যের মুক্তিদাতা রূপে তিনি কখনো নিজেকে স্বীকৃতি দেননি।

তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার।
বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার।

৭। উপরোক্ত পংক্তিতে তাঁর নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রতিফলিত হয়। যদি কৃষ্ণ জীবকে মুক্তি দিতে অভিলাষ করেন, তাহলে তারা অবশ্য ভক্তির বাণী উপলব্ধি করবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কৃষ্ণ কি সর্বদা সকলের মুক্তির অভিলাষ করেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি করেন। পুনরায় বক্তব্য হলো এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ কখনোই ভাবেন না তিনি অন্যান্যদের হৃদয় পরিবর্তন করেছেন। তিনি কৃষ্ণকেই পরিবর্তনকারী রূপে দেখেন।

ভাগবতের কথা সে তব অবতার।
ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বার বার।।

৮। যখন শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের করুণার উপর তাঁর পরিপূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ করছেন, তিনি কোনভাবেই পরোক্ষভাবে তাঁর নিজের ভূমিকা গোপন করছেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষাই হলো শ্রোতাবর্গের কাছে বৈপ্লবিকভাবে, ক্লান্তিহীনভাবে এবং নিপুণভাবে কৃষ্ণকে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কিভাবে? ভাগবত কথা কীর্তন করে, যাতে কৃষ্ণের বাণী, তাঁর লীলা কাহিনী এবং মহিমা বর্ণিত আছে।

বিশেষরূপে তিনি ভাগবত কথাকে এক অবতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি তত্ত্ব, যা উদার ভক্তি ঐতিহ্যের এক নির্ণায়ক চারিত্রিক বৈশিষ্ট, একটি তত্ত্ব, যা এই জড় জগতে পরম সত্যের অবতরণকে নির্দেশ করে। অবতার শব্দটি সাধারণভাবে ভগবানের বিভিন্ন রূপকে নির্দেশ করে যেমন রাম, নরসিংহ, বামন এবং অন্যান্য চিন্ময় রূপ যা এই জগতে বিশেষ বিশেষ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদ এই শব্দটিকে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণের শব্দরূপ অবতার হচ্ছেন ভাগবত কথা। কৃষ্ণ এবং শব্দরূপে তাঁর মহিমা বর্ণন যে অভিন্ন এটিই ভাগবতমের মূল ভাব। প্রকৃতপক্ষে ভাগবতম নির্দেশ করে যে কৃষ্ণ শুধুমাত্র ব্যক্তি অবতার রূপেই অবতীর্ণ হননি, তিনি গ্রন্থ অবতার রূপেও অবতীর্ণ হয়েছেন। ভাগবতম যা ভাগবত কথায় পরিপূর্ণ এবং প্রায়ই একে কৃষ্ণের এক অবতার রূপে গণ্য করা হয়। এই গ্রন্থ অবতার যেন বর্তমান কলিযুগের অন্ধকারকে ছিন্ন করার জন্য এক জ্বলন্ত সূর্য রূপে উদিত হয়েছেন (১.৩.৪৩)। যেহেতু ভাগবত কথা কৃষ্ণের অবতার, যারা পুনঃ পুনঃ এই কথা শ্রবণ করেন তারা মায়াশক্তিকে পরাজিত করার শক্তি অর্জন করবেন এবং পারমার্থিকভাবে সমৃদ্ধ হবেন।

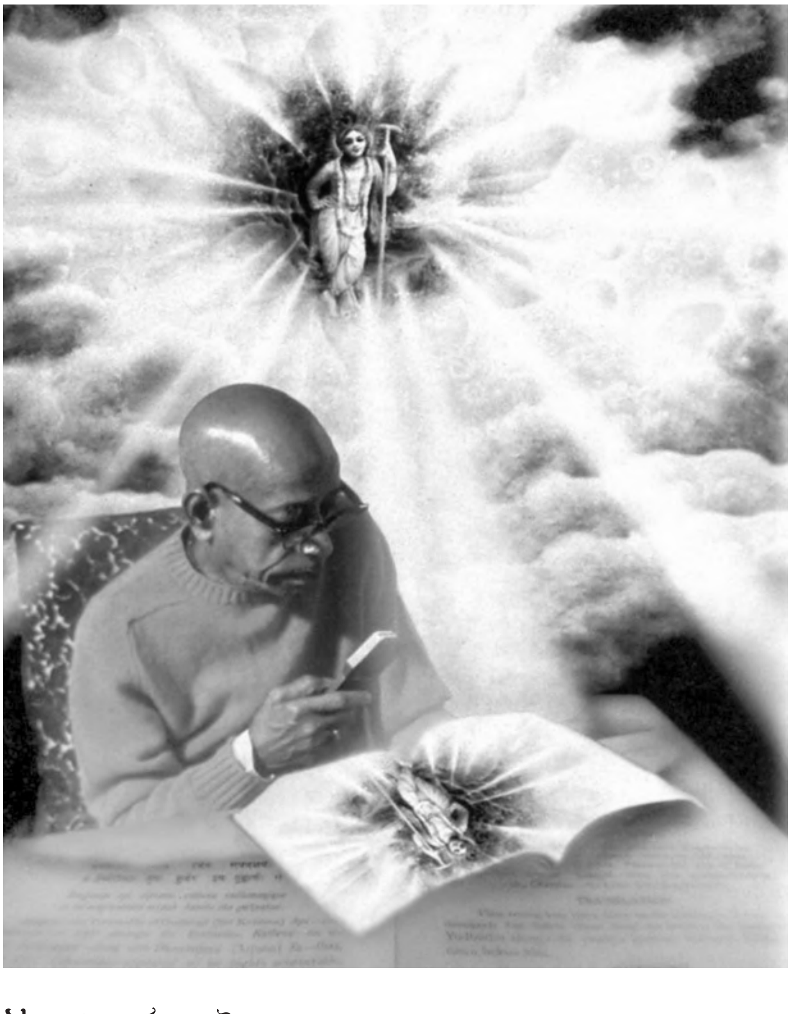

চৈতন্য চরণ দাস ভগবৎ দর্শনের ইংরাজী সংস্করণ 'ব্যাক টু গড হেড'-এর সম্পাদকীয় মন্ডলের সদস্য।

ধর্ম নেই?

অদ্বৈত আচার্য দাস ব্রহ্মচারী

২৪শে জুন আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম, বোম্বের বিখ্যাত অভিনেতা নানা পাটেকর বলেছেন, 'আমি ভারতীয়, আমার কোন ধর্ম নেই।' তিনি হয়তো ভারতের জাতপাত -এর পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিরক্ত হয়েই এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত লোকের উপাধি হওয়া উচিত ইন্ডিয়ান। অন্য কোনও উপাধি বাদ দিলে হয়তো সমাধান হবে।

তিনি বলেছেন, 'আমার কোন ধর্ম নেই।' এটি একটি নিছক ভুল কথা। ধর্ম ছাড়া অস্তিত্বই অসম্ভব। যেমন চিনির ধর্ম মিষ্টতা, আগুনের ধর্ম উত্তাপ এবং আলোক দেওয়া, ঠিক তেমনই আত্মার ধর্ম হচ্ছে ভালবাসা আর সেবা করা। সে যে দেহেই থাক আর যে দেশেই থাক, এই দুটো কাজ করবেই। কেউ বলতে পারবে না যে, সে কারও সেবা করে না বা কাউকেই ভালবাসে না। সে কাউকে না কাউকে ভালবাসবে আর কারো না কারো সেবা করবে। সর্বোপরি, আমাদের আসল ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা আর ভগবানকে ভালবাসা। রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কারো সেবা করেন কি না, তিনি বলবেন, আমি বড় সেবক। প্রধানমন্ত্রীও তাই বলবেন। তাই এই দুটি গুণ হচ্ছে আত্মার অবিচ্ছেদ্য ধর্ম। ভগবান সনাতন, আর আমরা তাঁর অংশ আত্মাও সনাতন। সেই ভগবানের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কও সনাতন। তাই প্রত্যেকের ধর্ম সনাতন, যার কখনও শুরু হয় না। আর শেষও নেই। অতএব আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, আমাদের ধর্ম নেই? হয়তো ধর্ম কাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়।

যে কারণে শ্রী পাটেকর বলেছেন, 'আমার ধর্ম নেই', তার সমাধান করতে হলে আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে যে, আমরা প্রত্যেকে আমাদের আদি পিতা, আদি মাতার সন্তান। কেউ ছোটও নয়, আর বড়ও নয়।

হ্যাঁ, তবে জীবের কর্মের বিভিন্ন পরিমাণ অনুসারে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। সেই অনুসারে তারা পেশা বেছে নিতে পারে। প্রত্যেককে কিছু না কিছু সেবা করতেই হবে। তাই বলে কেউ শূদ্র কূলে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সে শূদ্রই হবে, আর কেউ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ করেছে বলে সে ব্রাহ্মণই হবে, তা নয়। যার যেমন যোগ্যতা আর গুণ সেই অনুসারে তার বর্ণ বিভাগ হবে। তা সত্বেও আমরা প্রত্যেকে ভগবানের সন্তান। আমরা সকলেই একে অপরের ভাই বা বোন।

তা হলে আমরা যদি আমাদের পরম পিতাকে ভালবাসি, তবে ভাই-বোনদেরকে কীভাবে ঘৃণা করতে বা হত্যা করতে পারি? যারা এইভাবে ঘৃণা করছে বা হত্যা করছে, তাদের জ্ঞানের অভাব। কোনও কোনও ধর্মে শেখায় যে, সবার উৎস এক নয়, অথবা তার অনুগামীরা স্বীকার করেন না যে, সবার মালিক, সবার পিতা, সবার উৎস এক পরমেশ্বর। মানুষ যদি কেবল ভালভাবে বুঝে নেয় যে, সকলের উৎস হচ্ছেন ভগবান, যেমনটি ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন — অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্বিতা।। অর্থাৎ, আমি সবকিছুর উৎস। আমার থেকে সব কিছুর প্রবর্তন হয়, আর তা জেনে বুদ্ধিমান লোকেরা আমার ভজনা করেন। (গীতা ১০/৮)

এইভাবে আমাদের সেই জ্ঞানে উপনীত হতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। বিশ্বের সকলেই আমাদের আত্মীয়; কেউ পর নয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, অয়ং নিজ পরৌবেতি, গননং লঘুচেতসাম্, যারা মনে করে আমার জাতের লোকেরাই আমার, আর অন্য ধর্মের লোকগুলো আমাদের নয়, এদের বলা হয়েছে লঘুচেতা, অর্থাৎ সংকীর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। এই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার পরামর্শ সনাতন ধর্মে দেওয়া রয়েছে। সেটা আমাদের ভালভাবে জানতে হবে এবং সকলকে জানাতে হবে। তা হলেই আমাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা — আদি কুসংস্কারগুলি দূরীভূত হবে। তা হলেই দলিত, নিম্নশ্রেণীর লোক, অস্পৃশ্য এই সমস্ত ভেদাভেদগুলি দূর হবে। কে জানে পরবর্তী জন্মে আমাকে কোন্ ঘরে জন্মগ্রহণ করতে হবে? জন্ম আমাদের হাতে নেই। উপরওয়ালা তা ঠিক করেন। তাই আমাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। সবাই ভগবানের সন্তান। সবাই আমরা ভাইবোন।

অদ্বৈত আচার্য দাস ব্রহ্মচারী ১৯৭৮ সালে ইসকন মায়াপুরে যোগদান করেন। তিনি মায়াপুর ইসকন গেস্ট হাউসের সহকারী ম্যানেজার ছিলেন, মায়াপুরের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন এবং নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণের পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে তিনি এলাহাবাদ মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন।

পনির মালাইকারী

উপকরণ ঃ
ছানা ২৫০ গ্রাম। আলু ২টি। ছোট আকারের নারকেল ১টি। জিরা ২ চা-চামচ। কাঁচা লংকা কুচি ২টি। টম্যাটো ২৫০ গ্রাম। সূর্যমুখী তেল ১০০ গ্রাম। লবণ ও হলুদ পরিমাণ মতো। কাজু বাদাম ২৫ গ্রাম। হিং ১ চিমটি।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ
ছানা জাঁক দিয়ে জল চিপে বার করে দিন। আলু সেদ্ধ করে নিন। নারকেল কুরিয়ে নিয়ে অল্প পরিমাণ গরম জল দিয়ে একটা পাত্রে চটকিয়ে দুধ বার করে ছেঁকে নিন।

টম্যাটো অল্প জলে সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হয়ে গেলে সেই টম্যাটো, ১ চা-চামচ জিরা, লংকা এবং কাজু একসঙ্গে গ্রাইন্ডার করে নিন।

সেদ্ধ আলু খোসা ছাড়িয়ে একটা বড় পাত্রে ভালো করে চটকিয়ে নিন। বাকী ১ চা-চামচ জিরা ভেজে গুঁড়ো করুন। এবার লবণ, হলুদ, ভাজা জিরা গুঁড়ো এবং ছানা সেই চটকানো আলুর পাত্রে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আবার চটকিয়ে নিন।

তারপর এই ছানা-আলু মিশ্রণটি হাতের তালুতে অল্প অল্প নিয়ে মুঠি মুঠি করে চপের সাইজ করুন, যেভাবে ভেজিটেবল চপ করা হয়, সেইভাবে সব কয়টা তৈরি করুন।

একটা কড়াইতে তেল গরম করুন। গরম তেলের মধ্যে একটা করে সেই চপ লাল লাল করে ভেজে তুলে নিয়ে একটা ট্রে বা বিছানো পাত্রের মধ্যে রাখুন। একটা একটা করে এইভাবে সব ভাজা চপ পরপর সাজিয়ে রাখুন।

সব চপ ভাজা হয়ে গেলে সব তেল সরিয়ে নিন। এবার কড়াইতে ১ চা-চামচ মতো তেল গরম করুন। তারপর তাতে হিং দিন। তারপর গ্রাইন্ডার করা টম্যাটো-মশলার মিশ্রণটি কড়াইতে দিয়ে দিন।

এবার সামান্য হলুদ ও লবণ দিন। অল্প আঁচে পাঁচ মিনিট নাড়তে থাকুন। টম্যাটো ঘন সসের মতো হবে। তারপর নারকেলের দুধ দিয়ে দিন। নারকেল দুধ একবার ফুটে উঠলে নামিয়ে নিয়ে সাজানো চপের উপরে ঢেলে দিন।

রুটি বা গরম অন্নের সাথে এই পনির মালাইকারী শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

— সুলোচনা রাধা দেবী দাসী

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ডাচ ইসকন ভক্তরা হেগ সিটিতে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন

২৭শে জুন মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী তাঁর ত্রিদেশীয় ভ্রমণ সূচীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষে নেদারল্যান্ডে এলেন।

এই ভ্রমণ কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্করুট, রাজা উইলিয়াম অ্যালেকজেন্ডার এবং নেদারল্যান্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। হেগ সিটিতে ইসকনের নেতা শ্যামসুন্দর দাস, চিত্রাদেবী দাসী, ভক্তিন স্যাঞ্জলী বিশেশার, ভক্তিন রিশমী চিতান এবং ভক্ত আশিষ অওতারের সুযোগ হয়েছিল রয়েল রেসিডেন্স সিটিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাত করার। সন্ধ্যায় আবাসিক অনুষ্ঠানে মোদীজী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের নেদাল্যান্ডের সুরীনামী ভাইবোনদের কাছে শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সংস্কারকে ভোলেনি এবং আমাদের মাতৃভূমিকেও ভোলা উচিত নয়। আমাদের পাসপোর্টের রং যাই হোক না কেন রক্তের সম্পর্ক কখনো পরিবর্তিত হয় না। এই নিষ্ঠা জাগ্রত রাখুন এবং একতা বজায় রাখুন।

ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ রিসার্চ সেন্টার তার মাসিক ইলেকট্রনিক ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করল

ভাগবত প্রদীপিকা ভারতবর্ষের গোবর্ধন ইকো ভিলেজের ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠের শ্রীমদ্ভাগবতমের একটি নিঃশুল্ক

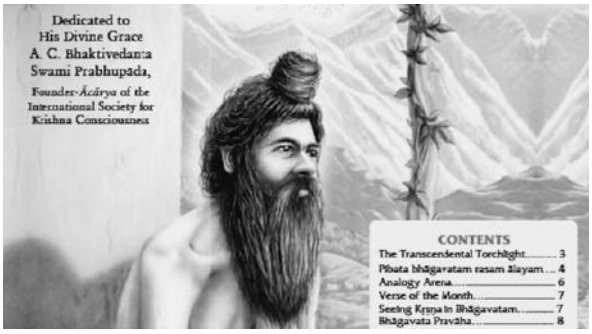

মাসিক ই-ম্যাগাজিন। এটির উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্বে ভাগবতের এক অনন্য জ্ঞান প্রচার করা। ভাগবত প্রদীপিকার প্রতিটি সংখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতমের একটি বিশেষ বক্তব্যের বাস্তব প্রয়োগের নীতির ওপর আলোকপাত করে, যেভাবে ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকা ভাষ্য আলোকপাত করেছে। ভাগবত প্রদীপিকায় একটি আকর্ষণীয় কলাম হলো ভাগবত প্রবাহ --- যেটি ধারাবাহিকভাবে ভাগবতমের প্রবাহকে ধরে রেখেছে। এখানে এক একটি সংখ্যায় কয়েকটি অধ্যায়কে সংক্ষেপিত করে তাদের সারবস্তু বৈশিষ্ট্য এবং দার্শনিক দিকগুলিকে উদ্ধৃত করেছে। 'অ্যানালজি অ্যারেনা' এবং 'ভার্স অব দ্যা মান্থ' কলাম দুটি সমসাময়িক বক্তব্যের উপর ভাগবতমের জ্ঞান সংক্ষেপে প্রদান করছে। 'ক্যুইজ কর্ণার' এবং 'পরিপ্রশ্ন' কলামগুলি বিদ্যাপীঠদল এবং প্রদীপিকার পাঠকদের মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যম সহজ করে তুলেছে। প্রদীপিকার প্রথম সংখ্যাটি ১লা জুলাই ২০১৭ তে প্রকাশিত হয়েছে।

মায়াপুর ইনস্টিটিউটের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হল

ইসকন নিউজের পক্ষে অনন্তশেষ দাস

শ্রীল প্রভুপাদ মানব জগতের দুঃখ-দুর্দশায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর পৃথিবীব্যাপি লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সাতটি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন যেগুলি তাঁর বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ। এই সাতটি লক্ষ্যের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

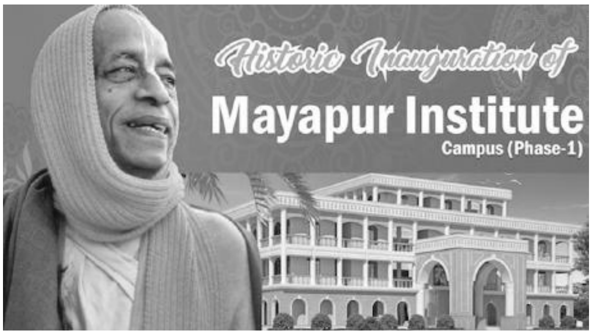

তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ করতে মায়াপুর ইনস্টিটিউট ২০০০ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ২০০০ সালে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, চায়না, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ইত্যাদি স্থানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর, জাতি, ভাষাভাষী তিনহাজার পাঁচশ ছাত্র মায়াপুর ইনস্টিটিউটে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন।

প্রতি বছর প্রচুর ছাত্র ভর্তি হওয়ায় বর্তমানে মায়াপুর ইনস্টিটিউটে শ্রেণীকক্ষ এবং অফিসগুলিতে জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না। সেইজন্য মায়াপুর ইনস্টিটিউট নতুন একটি ক্যাম্পাস স্থাপন করল এবং গত ৩রা জুলাই এই ক্যাম্পাসের শুভ উদ্বোধন করা হল।

শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যদের
অনলাইন ডাটাবেস উদ্বোধন হল

বহু বছরের পরিকল্পনার ফসল শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত দীক্ষিত শিষ্যদের আদান প্রদানের ওয়েবসাইট ডাটাবেস ৫ই জুন উদ্বোধন হলো — পুণ্য তিথি পান্ডবা নির্জলা একাদশীতে। এটির নামকরণ করা হয়েছে 'দ্য মেমারী আর্কাইভ' এবং এটি পাওয়া যাবে www.spdisciples.org এই ওয়েবসাইটে।

ওয়েবসাইটটি তৈরী করেছেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ভক্ত কৃষ্ণকীর্তন দাস। এই ওয়েবসাইটটি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের সন্ধান করতে, যোগাযোগ করতে এবং তাদের বর্তমান স্থিতি জানতে সহায়ক হবে।

ওয়েবসাইটটি এই শিষ্যদের শ্রীল প্রভুপাদের স্মৃতিকেও প্রকাশ করছে। তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছে যাতে তাঁরা অপ্রকট হওয়ার পূর্বে এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক আর্কাইভে তাঁদের স্মৃতি আদান-প্রদান করে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

TOVP ফুলডোম মায়াপুর প্রকল্প উদ্বোধন করল

TOVP দলের ভক্তরা ফুলডোম নামে একটি প্রকল্প তৈরী করছেন। এই প্রকল্পটি শ্রীল প্রভুপাদের সমাধির নিকট একটি ছোট্ট জমিতে স্থাপিত হবে।

ফুলডোম প্রকল্পটি শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনকারী দর্শকদের আধ্যাত্মিক শহরে এক অনন্য পারমার্থিক অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত হওয়ার সুযোগ এনে দেবে। দর্শকেরা অত্যন্ত আরামপ্রদভাবে উচ্চমানের পেশাদারীত্বে তৈরী ফুলডোম চলচ্চিত্র দর্শন করতে পারবেন যাতে অতি উচ্চমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যে প্রযুক্তিগুলিকে ডিজনি, নাসা এবং বিভিন্ন ফরচুন ৫০০ কোম্পানীগুলি ব্যবহার করে। এই স্থানটি শিক্ষার আদান-প্রদান এবং পারমার্থিক শব্দদৃশ্য অভিজ্ঞতার একটি মূল কেন্দ্র হবে। এই প্রকল্পের দর্শন মূল্য TOVP এক্সিবিটে যাবে।